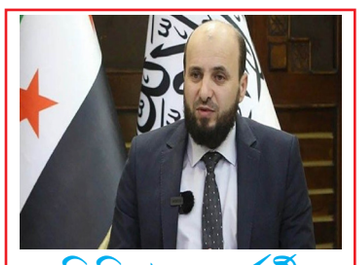

সিরিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকার গঠন, দায়িত্বে মুহাম্মদ আল-বশির

সারে-জমিন

চরম অবহেলায় নবাব সরফরাজ খাঁ-এর সমাধি

রূপসী বাংলা

স্বৈরাচারী বাশারের পতনের পর সিরিয়ায় এখন কী হবে

সম্পাদকীয়

কেরলে কাজে গিয়ে মৃত্যু মুর্শিদাবাদের শ্রমিকের

সাধারণ

ভারতের প্রথম একাদশ নিয়ে মুখ খুললেন পূজারা

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১১ ডিসেম্বর, ২০২৪
২৬ অগ্রহায়ন ১৪৩১
৮ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 334 ■ Daily APONZONE ■ 11 December 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

ফতেপুরে ভাঙা হল ১৮০ বছরের পুরনো মসজিদের একাংশ

আপনজন ডেস্ক: উত্তর প্রদেশের ফতেহপুরে বান্দা-ফতেহপুর সড়ক দখলের অভিযোগে ১৮০ বছরের পুরনো একটি মসজিদের একাংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে যে নুরি জামা মসজিদকে দখলকৃত কাঠামোটি সরানোর জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তবে মসজিদ কমিটি এর বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার সময় ঘটনাটি ঘটে। ফতেপুরের অর্থ ও রাজস্ব বিভাগের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অবিনাশ ত্রিপাঠি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, কমিটি হাইকোর্টে কিছু পিটিশন দাখিল করেছে, তবে এটি এখনও শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত হয়নি। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, আজ যে কাঠামোটি ভেঙে ফেলা হয়েছে তা গত তিন বছরে নির্মিত হয়েছিল এবং মসজিদের মূল ভবনটি অক্ষত রয়েছে।
ত্রিপাঠীর মতে, গণপূর্ত বিভাগ (পিডব্লিউডি) আগস্টে দোকানদার, বাড়ির মালিক এবং মসজিদ কমিটি সহ ১৩৯ জনকে রাস্তা দখল করে নির্মিত কাঠামো অপসারণের জন্য নোটিশ জারি করেছিল। রাস্তা মজবুত করা ও ড্রেন তৈরির কাজ শুরু করতেই জবরদখল সরানোর উদ্যোগ নিয়েছে পূর্ত দফতর। তিনি বলেন, পূর্ত দফতর সব বিল্ডিংয়ের জবরদখল অংশকে চিহ্নিত করে দিয়েছে। যাদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল তারা সকলেই সেপ্টেম্বরে দখলদারিত্ব সরিয়ে দিয়েছে। মসজিদ কমিটি মসজিদ সংলগ্ন ভবন সংলগ্ন দোকানগুলোর বেদখল করা অংশও ভেঙে দেয়। কমিটি মসজিদের অংশের কাঠামো সরানোর আশ্বাস দিয়েছিল, কিন্তু তারা তা তৈরি করেনি। মসজিদের কথিত দখলকৃত কাঠামোটি ভেঙে ফেলার সময় পিডব্লিউডি সুরক্ষা প্রদানের জন্য প্রশাসনের সহায়তা চেয়েছিল। ঘটনাস্থলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী ছিল জানিয়ে ত্রিপাঠী বলেন, ধ্বংসের সময় কোনও বিক্ষোভ হয়নি।

মমতাকে ‘ইন্ডিয়া’র প্রধান হতে দেওয়া উচিত: লালু যাদব

আপনজন ডেস্ক: বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের এক বছরেরও কম সময় বাকি থাকতে, মঙ্গলবার কংগ্রেস-আরজেডি জোটে ফাটল দেখা দেয় যখন লালুপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বর প্রতি তার সমর্থন জানান। লালু বলেন, মমতাকে ইন্ডিয়া ব্লকের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত।
বিরোধী জোটের নেতৃত্ব দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক বক্তব্য সম্পর্কে তিনি কী ভাবছেন সে সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কংগ্রেসের কট্টর শরিক লালু প্রসাদ যাদবের বক্তব্য চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। আরজেডি সুপ্রিমো বলেন, হ্যাঁ, ওঁর নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। মমতাকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া উচিত (মমতা কো দো)।
বিহারের দায়িত্বপ্রাপ্ত এআইসিসি সহ-সচিব শাহনওয়াজ আলম কংগ্রেসের প্রতি লালু আর ছোট ভাইয়ের ভূমিকা পালন করতে ইচ্ছুক নয় বলে ইঙ্গিত দেওয়ার একদিন পরেই কংগ্রেসের প্রতি লালু তার মনোভাব ব্যক্ত করেন। খাগাড়িয়া জেলায় কংগ্রেসের এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে

শাহনওয়াজ আলম বলেন, রাজনীতিতে কেউ বড় ভাই বা ছোট ভাই নয়। বিধানসভা ভোটে কোন দল কত আসনে লড়বে, তা লোকসভা ভোটে স্ট্রাইক রেট সহ বেশ কয়েকটি বিষয়ের ভিত্তিতে স্থির করতে হবে।
রাজ্যের ৪০টি লোকসভা আসনের মধ্যে ২৩টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র চারটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আরজেডির হতাশাজনক পারফরম্যান্সের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছিল।
অন্যদিকে, ২০২০ সালে মহাজোটে জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার পর কংগ্রেস যে ৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, তার মধ্যে তিনটিতে জিতেছিল। গান্ধি পরিবারের সঙ্গে লালু প্রসাদের চমৎকার ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও দুই দলের মধ্যে যে খারাপ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, তার প্রেক্ষাপটেও আলমের আক্রমণাত্মক অবস্থানকে দেখা যেতে পারে, কারণ আরজেডি একতরফাভাবে বেশ কয়েকটি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল যা কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আশা করেছিল। এই আসনগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল পূর্ণিয়া, যেখানে কংগ্রেস একটি বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল। কারণ প্রাক্তন সাংসদ রাজেশ রঞ্জন ওরফে পাপ্পু যাদব দলের টিকিট পাওয়ার আশায় আরজেডিতে যোগ দিয়েছিলেন।

শৈশবে পিতৃহারা বিজ্ঞানী ড. জানে আলম মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি মনমোহনের বেঞ্চকে অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটমণি জানান, রাজ্যের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ইউ ইউ ললিতের নেতৃত্বাধীন সার্চ-কাম-সিলেকশন কমিটির প্রস্তাবিত প্যানেল থেকে মোট ১১ জনের নাম ছাড়পত্র দিয়েছেন রাজ্যপাল। সেই মতো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পছন্দ মেনে চার বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগে মঙ্গলবার সম্মতি দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। যে চারজন স্থায়ী উপাচার্য হলেন তারা হলেন কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে তপতী চক্রবর্তী, সৌরাংশু মুখোপাধ্যায়, মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ে, হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়ে নন্দিনী সাহু এবং মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জানে আলম।
উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য ড. জানে আলম বর্ধমানের ভূমিপুত্র। বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড. জানে আলমের বেড়ে ওঠা বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানা এলাকার আঁখোনার প্রত্যন্ত চেঁচুরি গ্রাম থেকে। জানে আলম যখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়েন তখন তিনি পিতাকে হারান। পিতার মৃত্যুর পর মায়ের স্নেহে তিনি বড় হন। মায়ের কাছ থেকে পিতার ইচ্ছার কথা শুনে শৈশবে হারানোর বেদনা দূর

করে তিনি উচ্চশিক্ষায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্নে বিভোর হন। আঁখোনা হাই স্কুল থেকে পাঠ শেষ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি ভর্তি হন শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্বভারতী থেকে ১৯৮৪ সালে পদার্থবিদ্যায় বিএসএসি অনার্স এবং ১৯৮৭ সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় এমএসসিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। এর পর তিনি সল্টলেকের ভ্যারিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রোন সেন্টারে প্রয়াত পদ্মভূষণ প্রাপ্ত বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী বিকাশ সিংহের তত্ত্বাবধানে ‘স্পেস টাইম এভিল্যুশান অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক অফ কোয়ার্ক গ্লুওন প্লাসমা’ বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। অবশেষে ১৯৯৬ সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় পিএইচডি লাভ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।
পোস্ট ডক্টরেট করার জন্য তিনি এরপর জাপান পাড়ি দেন। জাপান সরকারের জাপান সোসাইটি ফর দ্য প্রমোশন অফ সায়েন্স (জেএসপিএস) ফেলোশিপের অধীনে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট ডক্টরেট লাভ করেন।
জানে আলম জার্মানির বিলেফেল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি সল্টলেকের ভ্যারিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রোন সেন্টারের অ্যাটমিক এনার্জি বিভাগে বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া. মুম্বাইয়ের পরমাণু গবেষণা প্রতিষ্ঠান হোমি ভাবা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট (ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়)-এ অধ্যাপনা করেন। এ বছরই তিনি অবসর নেন। তার এই দীর্ঘ শিক্ষকতা ও গবেষণার জীবনে বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৯৫ সালে নয়াদিল্লির ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমির আইএনএসএ তরুণ বিজ্ঞানী পুরস্কার পান। ডিএই-এসআরসি আউটস্ট্যান্ডিং রিসার্চ ইনভেস্টিগেটর অ্যাওয়ার্ড পান ২০০৫ সালে। ২০১০ সালে ভারত সরকারের পরমাণু শক্তি বিভাগের হোমি ভাবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পুরস্কার পান। মুম্বাইয়ের হোমি ভাবা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের বিশিষ্ট অনুষদ পুরস্কারে ভূষিত হন ২০১৫ সালে। অবশেষে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হলেও তা দেখে যেতে পারলেন না জানে আলমের মা, অনেক আগেই তিনি মারা যান।

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!
মেয়েদের নার্সিং স্কুল
এখন
ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
- উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

প্রথম নজর

দিঘায় গিরি পরিবারে আস্থা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: তিন দিনের পূর্ব মেদিনীপুর সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুপুরে দিঘায় পৌঁছান মমতা। বাংলার সৈকত নগরীতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি পুরসভার তৃণমূলের চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি।তৃণমূল নেতা অখিল গিরির পুত্র সুপ্রকাশকে হেলিপ্যাডে থাকার নির্দেশ আগেই দিয়েছিলেন মমতা। সোমবার জেলার বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, দিঘায় বিধায়কদের কাউকে আসতে হবে না।নির্দেশ দিয়েছিলেন কোলাঘাটে তাঁরা যেন সোমবার সমবায় বিষয়ক সাংগঠনিক বৈঠকে থাকেন।তিনি অখিল গিরিকে বলেছিলেন তাঁর পুত্র সুপ্রকাশ গিরিকে দিঘার হেলিপ্যাডে থাকতে,সেই মতো দিঘায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রকাশ।সুপ্রকাশ গিরি জানালেন,মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মন্দিরের বিষয়ে জেলাশাসক ও তাঁকে কি কি করতে হবে তা নিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন প্রসঙ্গত,তিনদিনের সফরে পূর্ব মেদিনীপুর আসে।মন্দিরের কাজ দীর্ঘদিন থেকে জোরকদমে চলছে।বিগত কয়েক বছরে ভিড়ের মাত্রা অনেকটাই বেড়েছে দিঘা-মন্দারমনিতে।সেখানে জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হয়ে গেলে বাংলার পর্যটন মানচিত্রে দিঘা আরও বড় আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে।পুরীগামী পর্যটক ও পুণ্যার্থীদের দিঘামুখো করতেই এই সৈকতনগরীকে ঢেলে সাজাচ্ছে রাজ্য সরকার,১৫ ডিসেম্বর কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নির্বাচন রয়েছে।সেই ভোটের দায়িত্ব দেন স্থানীয় বিধায়ক অখিল গিরিকে মঙ্গলবার দিঘায় এসে ফের অখিল গিরি ও তার পুত্র সুপ্রকাশ গিরির উপরেই আস্থা রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রীর দিঘা সফরে এলাকার বিধায়ক অখিল গিরি থাকবেন বলেও জানায় সুপ্রকাশ।সুপ্রকাশ গিরি বর্তমানে কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান তথা কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের যুব সভাপতি,এই দুই সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদে বদল নিয়ে জল্পনা চলছে।মূলত অধিকারী পরিবার তৃণমূল থেকে সরে যাওয়ার পর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রাজনীতি নিয়ে সব সময়ই সতর্ক তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব।

ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ে সাংবাদিক চিহ্নিত করে প্রবেশ আটকানোর ফতোয়া অধ্যাপিকার!

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড় মহাবিদ্যালয় ফের বিতর্কে। এবার সাংবাদিক চিহ্নিত করে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ফতোয়া দিলেন অধ্যাপিকা।

৯ ডিসেম্বর ২০২৪ সোমবার ভাঙড় মহাবিদ্যালয় মাঠে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠান নবিন বরণ ও আনন্দ লহরী উৎযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অধ্যাপিকা নন্দা ঘোষ বক্তব্য রাখছিলেন। বক্তব্য দেওয়া কালে দর্শন বিভাগের প্রধান ওই অধ্যাপিকা সাংবাদিকদের আক্রমণ করে বসেন। অধ্যাপিকা নন্দা ঘোষ এদিন বলেন, "আমি চাই সেরকম সাংবাদিকদের যেন রিন্টুরা (প্রাক্তন ছাত্র তথা দক্ষিণ জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ সভাপতি) এন্টি না দেয়। যারা প্রচারের থেকে অপপ্রচার করেন বেশি। ভাঙড়ের সাংবাদিকদের আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। চিনতে চাইও না। আমি সোজা কথা সোজা ভাবে বলি। তাই অনেকেই আমাকে অপছন্দ করতে পারেন।"

অধ্যাপিকার বিতর্কিত বক্তব্য চলাকালে পাশে বসে ছিলেন ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বীরবিক্রম রায়, বাংলা বিভাগের প্রধান নিরুপম আচার্য, বড় বাবু (হেড ক্লার্ক) কুদ্দুস আলি, ভাঙড় থানার ওসি, ভাঙড় ট্রাফিক গার্ডের অ্যাডিশনাল ওসি, প্রাক্তন ছাত্র তথা জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ সভাপতি সাবিরুল ইসলাম রিন্টু প্রমুখ।

অধ্যাপিকার এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ভাঙড় প্রেস ক্লাব। তবে ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের সভাপতি বাহারুল ইসলাম ও অধ্যক্ষ বীরবিক্রম রায় অধ্যাপিকার কথা সমর্থন করেন না বলে প্রেস ক্লাবকে জানিয়েছেন।

সাংবাদিকদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করা ওই অধ্যাপিকার কোনো প্রতিক্রিয়া নেওয়া সম্ভব হয়নি "আপনজন" প্রতিনিধির পক্ষে।

অবসরের পরে পেনশন চালু না হওয়ায় কোর্টে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর অবসর গ্রহণ করেছেন মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা থানার অর্জুনপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা সামসেরগঞ্জের ভাসাইপাইকর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহব্বতপুর গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ রফিকুল ওয়ারা। কিন্তু অবসর গ্রহণের প্রায় একবছর পরেও চালু হয়নি পেনশন।তাই তিনি গত ১৩/১১/২৪ তারিখে কলকাতা হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছেন।তার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৭/১১/২৪ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলার শুনানি হয়। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বাদী ও বিবাদী পক্ষের কৌঁসুলির বক্তব্য শোনার পর অর্জুনপুর হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জ এবং মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে পনেরো দিনের মধ্যে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ১৮ ডিসেম্বর। মামলার শুনানি চলাকালীন অর্জুনপুর হাইস্কুলের

ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ও মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কৌঁসুলিগণ যৌথভাবে জানান যে, ওই প্রধান শিক্ষক অবসর গ্রহণের আগে দীর্ঘ দিন ধরে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ছিলেন। এমনকি তার বিরুদ্ধে মিড ডে মিল সহ একাধিক আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এমনকি তিনি অবসর গ্রহণের দিনও বিদ্যালয়ে হাজির হননি। স্বভাবতই অবসরের আগে কাউকে দায়িত্ব হস্তান্তর করে সমস্ত হিসেব নিকেশ বুঝিয়ে দেননি। তাই তার সার্ভিস বুক আপডেট করা হয়নি। ফলে অবসর গ্রহণ করার পরেও ওই প্রধান শিক্ষকের পেনশন চালু হয়নি। এমনকি প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও হাতে পাননি।

মুর্শিদাবাদের নাগিনাবাগে চরম অবহেলায় নবাব সরফরাজ খাঁ-এর সমাধি স্থল

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ঢাকা থেকে মখসুদাবাদে ১৭০৪ সালে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন বাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ। পরে অবশ্য তার নাম অনুসারেই এলাকার নামকরণ করা হয় মুর্শিদাবাদ। ১৭১৭ সালে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার প্রথম নবাব হিসেবে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসেন তিনি। নাসিরি বংশের তথা মুর্শিদাবাদের প্রথম নবাব হিসেবে ১৭২৭ পর্যন্ত এক দশক রাজত্ব করেন। মুর্শিদকুলি খাঁ এর মৃত্যুর পর মসনদে বসে দ্বিতীয় নবাব হন তার জামাতা সুজাউদ্দিন খাঁ। সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর ১৭৩৯ সালে মুর্শিদাবাদের তৃতীয় নবাব হিসেবে মসনদে বসে তার পুত্র সরফরাজ খাঁ। কিন্তু সিংহাসন আরোহণের ১৩ মাসের মধ্যেই শুধু মসনদ নয় বরং পৃথিবী ছেড়েছিলেন তিনি। নবাবী ইতিহাসে প্রথম বিশ্বাসঘাতক হিসেবে পরিচিত আজিমাবাদ তথা বর্তমান পাটনার সুবেদার আলীবর্দী খাঁ সরফরাজের দুর্বলতা জানতেন। আর তাই বর্তমান জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত গিরিয়া নামক ভাগীরথী তীরবর্তী এলাকায় সরফরাজকে নিয়ে গিয়ে আলীবর্দী হত্যা করে। শেষ হয় নাসিরি বংশের শাসনকাল। গিরিয়ার যুদ্ধের পর ১৭৪০ সালে মুর্শিদাবাদের মসনদে চতুর্থ নবাব হিসেবে বসেন

আলীবর্দী খাঁ। অন্যদিকে গিরিয়ার প্রান্তরে সরফরাজ খাঁ এর নিথর দেহ পড়ে থাকে। সেখান থেকে তার দেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় মুর্শিদাবাদের নাগিনাবাগে। সেখানেই গোপনে সমাধিস্থ করা হয় তাকে। সরফরাজ খাঁ এর পাঁচ পুত্র ও কন্যা পালিয়ে যায় বাংলাদেশ। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করে তার বংশধররা। ভৌগোলিকভাবে মুর্শিদাবাদ জংশন রেল স্টেশন থেকে মাত্র ২০০ মিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত নাগিনাবাগে রয়েছে সরফরাজ খাঁ এর সমাধি। বছর তিনেক আগে ২০২১ সালের ৫ই অক্টোবর মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে সেই সমাধিকে বাঁধিয়ে সমাধির পুনর্নির্মাণ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন জেলা শাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী, পুলিশ সুপার কে শবরী রাজকুমার, এস্টেট ম্যানেজার, মহকুমা শাসক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ অন্যান্যরা। মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সম্পাদক স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, 'আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে এই সমাধি টি পুনঃনির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ এর অভাবে তা পুনরায় ধ্বংসের মুখে যেতে বসেছে। আমরা সংস্কার করেছিলাম কিন্তু সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় প্রশাসন বা পর্যটন দপ্তর কেউই উদ্যোগী নন। সমাধির চারিদিকে জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। অতিসত্বর সেই জঙ্গল পরিষ্কার করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।' নাগিনাবাগের স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, 'মাঝেমধ্যেই পর্যটকরা এখানে আসেন। দেখে যান সমাধি। কিন্তু তাদের মুখে সমাধি রক্ষণাবেক্ষণের সমালোচনা শোনা যায়।' মুর্শিদাবাদ টাঙ্গা ইউনিয়নের সম্পাদক মনু শেখ বলেন, 'আমাদের টাঙ্গা চালকরা পর্যটকদের উপর এবং পর্যটনের উপর নির্ভর করে চলে। কিন্তু প্রতিদিন মুর্শিদাবাদে পর্যটক সংখ্যা কমছে। তার বহু কারণ রয়েছে, যার মধ্যে একটি হল ঐতিহাসিক নিদর্শন সংরক্ষণ না করা।' সমাধি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'শুধুমাত্র সরফরাজ খাঁ এর সমাধি নয়, মুর্শিদাবাদের অন্যান্য ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলিও ধ্বংসের মুখে। মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ সংস্থা সমাধি টি সংস্কার করেছে কিন্তু সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় প্রশাসন উৎসাহী নয়। পৌরসভা পর্যটকদের থেকে লেভি কর আদায় করছে, কিন্তু পর্যটনকেন্দ্রগুলি সংরক্ষণ করছে না। আমরা চাই সংরক্ষণ হোক, সংস্কার হোক এবং সেগুলি প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।'

এ বিষয়ে মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পৌরপিতা ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, 'সমাধি সম্পর্কে আমরা অবগত নই, তাছাড়া কোন লিখিত অভিযোগ এখনো পর্যন্ত কেউ করেনি। তবে যেহেতু ইতিহাসের বা পর্যটনের বিষয় তাই আমরা বিষয়টি নিশ্চয় দেখব।'

সমাধি সংস্কার হলেও কবে সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, প্রশ্ন পর্যটন মহলে।

বাবরি মসজিদ উদ্বোধনে মোদিকে আমন্ত্রণ করতে চাই: হুমায়ুন

নিজস্বন প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ফের বিতর্কিত মন্তব্য করলেন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর।বাবরি মসজিদ তৈরি নিয়ে সোমবার মন্তব্য করেছিলেন। ফের মঙ্গলবার তিনি জানালেন বাবরি মসজিদ উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রন জানাবেন। বাংলাদেশ ইস্যুতে হুমায়ুন এর বক্তব্য " বাংলাদেশ খুবই বাড়াবাড়ি করছে, যারা বাপ দাদাকে ভুলে যায় তাদের নিয়ে কোন কথা বলবো না। "দখল" মন্তব্য করা ঠিক হয় নি" । ভারত না থাকলে বাংলাদেশের জন্মই হত না, মন্তব্য করেন হুমায়ুন কবীর।

শুভেন্দু অধিকারীকে একহাত নিয়ে এদিন তিনি বলেন, " শুভেন্দু অধিকারী গোসা হয়ে তার বিরুদ্ধে নানান মন্তব্য করছেন। তিনি মুর্শিদাবাদে তার আসাটা ভুলে গেছেন কিন্তু খেয়ে ফিরে যাওয়া ভুলতে পারেন নি, মন্তব্য হুমায়ুনের।

শুভেন্দু শুধু "সনাতনি সনাতনি করছে"বলে দাবি করেন তৃণমূল বিধায়ক। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে,মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা অথবা রেজিনগর এলাকায় তৈরি হবে বাবরি মসজিদ। সোমবার বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কথা জানান তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। কমপক্ষে দু একর

জায়গা কেনা হবে। তার থেকে বেশি জায়গাও হতে পারে। এর জন্য ২০০ জনেরও বেশি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হবে। সেই ট্রাস্ট ২০২৫ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে বাবরি মসজিদ তৈরীর কাজ শুরু করবে। এরপর সেই মসজিদ তৈরি করতে পাঁচ বছর সময় লাগতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলায় সবচেয়ে বেশি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনের বসবাস। তাদের ধর্মের ভাবাবেগের কথা চিন্তা করে মুর্শিদাবাদ জেলাতে এই বাবরি মসজিদ স্মৃতি সৌধ তৈরি করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর আরও জানান, বেলডাঙায় বা রেজিনগর অর্থাৎ বহরমপুর থেকে কিছুটা দূরে কোন স্থানে এই বাবরি মসজিদ তৈরি করব।

২০২৫ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে কাজ শুরু করব। তিনি জানান,আমার নিজের জমি বিক্রি করে ১ কোটি টাকা দেব এই মসজিদ তৈরি করার জন্য। তৃণমূল বিধায়ক দাবি করেন, মুর্শিদাবাদ মালদা ও তোর দিনাজপুর জেলায় সবচেয়ে বেশি মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনের বাস পশ্চিমবঙ্গে। সেখানে উত্তরপ্রদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনের বসবাসের সংখ্যা অতি নগণ্য। অথচ গোটা মুর্শিদাবাদ এলাকায় ৭৫% মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনের বসবাস।তাঁদের ভাবাবেগকে স্বীকৃতি দিয়ে এই মসজিদ তৈরি করব আমি। তিনি আরো দাবি করেন, ইতিমধ্যে রবিবার একটি জলসায় গিয়ে বাবরি মসজিদ তৈরি করার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।

মানবাধিকার মিশনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: মানবধিকার মিশনের উদ্যোগে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হলো কোটশিলা থানার জিলিং লহলের খইরি মোড়ে অবস্থির বিদ্যাসাগর শিক্ষা নিকেতনে। এই শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া রত্ন দেবরাজ মাহাতো। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার মিশনের ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনচার্জ রাজকুমার সরকার, পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সদস্য বিনয় কুমার, ব্লাড কিং সোমনাথ গরাই, পুরুলিয়া রোটি ব্যাংক এর কর্ণধার সুলভ বুধিয়া, পুরুলিয়া জেলা যুব শক্তির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় সিং মাহাতো, সাহিত্যিক শিবরাম কুমার সহ বিশিষ্ট জনেরা। এই রক্তদান শিবিরে রক্তদান সংগ্রহের জন্য উপস্থিত ছিলেন সিংপুর নার্সিংহোম ব্লাড সেন্টারের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা।

ঢোলা পশ্চিম মোল্লাপাড়ায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঢোলা

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঢোলা পশ্চিম মোল্লা পাড়ায় এক মহতী রক্তদান শিবির এর আয়োজন করা হয়। এই গ্রামের সাধারণ মানুষেরা খাস জমি না থাকায় পুকুরের উপরে বাঁশ দিয়ে প্যান্ডেল তৈরি করে গ্রামের মাঝে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন। পাশাপাশি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেন। পুরুষের থেকে নারীর সংখ্যা ছিল অধিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহিলা পুরুষ অংশগ্রহণ করেন এই রক্তদান শিবিরে। প্রায় দু শতাধিক এর অধিক মানুষ রক্ত দান করে। পরিচালক কমিটির কনভেনার রেজাউল জমাদার বলেন করোনা কালের পর থেকে রক্তর সংকট আমরা দেখে এসেছি তাই বিগত বছরের ন্যায় এ বছর উদ্যোগ নিয়েছি রক্তদান শিবিরের, আগামী দিন উদ্যোগ নেব।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মানবাধিকার দিবস পালন বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: মানবাধিকার দিবস পালন করা হলো বোলপুরে। ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি ও এসসি এসটি ওবিসি এ্যান্ড মাইনোরিটি জয়েন্ট ফোরামের উদ্যোগে মানবাধিকার দিবস পালন করা হয়। মানবাধিকর কি? কেন? কারজন্য, কার কাছে কে অধিকার চাইবে? এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সাধারন মানুষ কি ভাবে নায়সঙ্গত অধিকার পাবে, অধিকার সম্পর্কে সম্যক ধারনা সবার জানা দরকার। সংবিধানে উল্লেখিত রাইটস এ্যান্ড ডিউটি, হিউম্যান রাইটস এসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আদালত মানুষের অধিকার রক্ষার্থে কি করে, মানুষ আইন ও আদালতকে ভয় না করে কিভাবে আইনী সাহায্য পাবে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ডিষ্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির প্রতিনিধি আইনী সহায়ক মহিউদ্দীন আহমেদ, জয়েন্ট ফোরামের তরফে বৈদ্যনাথ সাহা, সন্তোষ সাহা সহ অনান্যরা।

শ্বশুরবাড়ি থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ যুবক, চিন্তায় স্ত্রীসহ শিশু সন্তান

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: শ্বশুরবাড়ি থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে যায় পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না থানার পলাশন অঞ্চলের রামবাটি মুসলিম পাড়ার বাসিন্দা ২৪ বছরের সেখ রমজান। নিখোঁজ হওয়ার পর তিন মাস পার হলেও এখনও তার কোনো খোঁজ মেলেনি। এই পরিস্থিতিতে দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে রমজানের পরিবার। নিখোঁজ সেখ রমজান কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে জানিয়েছে তার পরিবার। বাড়িতে রয়েছে তার সাত মাসের মেয়ে, স্ত্রী, বাবা-মা এবং ভাই।

জানা গেছে, রমজান মানসিক ভারসাম্যহীন থাকায় গত ৫ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার সকালে লুঙ্গি পড়ে হুগলির আরামবাগের চান্দুর ব্যাপারী পাড়ায় শ্বশুরবাড়িতে চলে যান। সেখান থেকে ৬ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সকাল আটটার সময় লুঙ্গি পরেই বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। এরপর থেকেই তার আর কোনো সন্ধান মেলেনি। নিখোঁজ হওয়ার সময় রমজানের

গায়ে ছিল সবুজ ছাপা লুঙ্গি এবং সাদা-কালো ছাপা জামা। তার গায়ের রং ফর্সা, উচ্চতা ৪'৬", নাকের একপাশে নাক ফোঁড়ার দাগ এবং নাকের ওপর একটি কাটা দাগ রয়েছে। পরিবার আরও জানিয়েছে, তিনি সব সময় চোখ পিটপিট করতেন।

ঘটনার বিষয়ে ৮ সেপ্টেম্বর আরামবাগ থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। নিখোঁজ সেখ রমজানের বিষয়ে কোনো তথ্য পেলে অনুগ্রহ করে নিকটবর্তী থানায় অথবা পরিবারের দেওয়া ৮১০১৮৬২৪৯৪ মোবাইল নম্বরে দ্রুত জানানোর অনুরোধ জানিয়েছে তার পরিবার।

রোজ হেভেন স্কুলে মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে সেমিনারে বিদ্বজ্জনরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঘুটিয়ারি

আপনজন: মঙ্গলবারআন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইট সোসাইটির পক্ষ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঘুটিয়ারী শরীফ রোজ হেভেন স্কুল অডিটোরিয়াম হলে ২০২৪ সালে উক্ত দিবস সাড়ম্বরে পালিত হল। সভায় উপস্থিত ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ডক্টর অপূর্ব কুমার বিশ্বাস, সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট আদম সফি খান ও কোষাধ্যক্ষ মঞ্জু লস্কর। এছাড়া ও জ্ঞানী গুণীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঘুটিয়ারি শরিফ পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত ওসি সুকুমার রুইদাস, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুন্সি আবুল কাশেম. ডা. আব্দুল রশিদ মোল্লা, নুরুল হক মোল্লা ও ডক্টর আল বাসেতো লস্কর, মুহাম্মদ ফিরোজ লস্কর, সাংবাদিক হাসিবুর রহমান সহ প্রমুখ।

সভাপতির অনুমতিক্রমে সংগঠনের সম্পাদক এডভোকেট

আদম সফি খান, সংগঠনের চিফ পেট্রন এ টি এম মমতাজুল করিম মহাশয়ের কথা স্মরণ করে দিয়ে ২০২৪ এর হিউম্যান রাইটস এর থিম "Our rights, our future, right now " উপর তাঁর অগ্নিঝরা বক্তব্য সুচারু ভাবে পরিবেশন করে সকল উপস্থিত শ্রোতাদের অভিহিত করেন। সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ মহাশয়া সংগঠনের বিস্তারিত কার্যপ্রণালী উল্লেখ করার পাশাপাশি সংগঠনের নারী সেলের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রদ্ধেয় ভারপ্রাপ্ত ওসি রুইদাস মহাশয় সংগঠনের শিক্ষা সেলের অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন, শ্রদ্ধেয় মুন্সি সাহেব বলেন অধিকার সংবিধান ও হিউম্যান রাইটসে লিপিবদ্ধ থাকলে হবে না, অধিকার আদায় করে নিতে হবে অনুষ্ঠানের অন্তিম পর্বে সংগঠনের প্রেসিডেন্ট মহাশয় হিউম্যান রাইটসের সার্বিক বিষয়ে উল্লেখ করার পাশাপাশি শিক্ষার অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সভা শেষ করেন।

বিধায়ক, বিডিও-কে হুঁশিয়ারি দিয়ে মাওবাদীদের পোস্টার খয়রাশোলে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির বিধায়ক এবং খয়রাশোল ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নামে মঙ্গলবার সাতসকালে খয়রাশোল ব্লক অফিস থেকে পান সিউড়ি যাবার পথে কালভার্টের পিলারের গায়ে সাঁটানো বেশ কিছু লাল কালিতে লেখা হুঁশিয়ারি মূলক পোস্টার ঘিরে দেখা দেয় চাঞ্চল্য। সেখানে লেখা ছিল - 'বিডিওর রক্ত চাই। বাংলাকে বাঁচাতে চাই । নকশাল জিন্দাবাদ । সিপিআইএম এল লাল সেলাম। মার্ক্সবাদ - লেলিন বাদ জিন্দাবাদ। আবার কোনো পোস্টারে লেখা ছিল "বিধায়কের মুন্ডু চাই,ফোর্স তুমি দূর হটো ।" এই পোস্টার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় । স্থানীয় বাসিন্দারা দেখে খয়রাশোল থেকে পানসিউড়ী যাওয়ার রাস্তার বিভিন্ন দেওয়ালে আলতা দিয়ে লেখা রয়েছে পোস্টার । সিপিআইএমএল নাম দিয়ে পোস্টার সাঁটানো হয়েছে । বিষয়টি নজরে রাখা হচ্ছে বলে দাবি

পুলিশের । খয়রাশোল ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "পুলিশ তদন্ত করে দেখছে ।" দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, কিছু সমাজবিরোধী ভয় ভীতি প্রদর্শন করে এলাকা সন্ত্রস্ত করতে চাইছে । আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হবো । প্রশাসন যাতে ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয় । উল্লেখ্য, আগের দিন অর্থাৎ ৯ ডিসেম্বর খয়রাসোল সিপিআইএম পার্টি অফিসে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় সিপিআইএম নেতা ষষ্ঠী বাউরীর। গত ২০১০ সালের ৯ ডিসেম্বর খয়রাসোল সিপিআইএম পার্টি অফিসের মধ্যে মাওবাদীদের হাতে খুন হয়েছিলেন তিনি। এবিষয়ে সিপিআইএম জেলা কমিটির সদস্য দিলীপ গোপ বলেন, এটা তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব। দিন কয়েক আগেই খয়রাসোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাংবাদিক বৈঠক করে খয়রাশোল বিডিও এবং দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল কোর কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক শ্যামল কুমার গায়েন বলেন খয়রাশোলের বুকে এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নের ধারাকে বিঘ্নিত করতে কিছু দুষ্কৃতীর তথা বিরোধীদের চক্রান্ত। বিডিও যথেষ্ট দক্ষতার এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছেন। খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা মহিলা তৃণমূলের রাজ্য নেত্রী অসীমা ধীবরের বক্তব্য, এটা বিরোধীদের চক্রান্ত। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বিষয়ে বলেন আমাদের এখানে কোন গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নেই।

প্রথম নজর

মরুভূমিতে রূপান্তরের ঝুঁকিতে পৃথিবীর অর্ধেক ভূমি

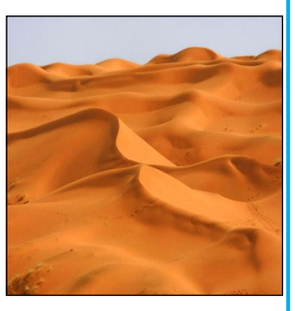

আপনজন ডেস্ক: বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার পথে বলে মন্তব্য করেছে জাতিসঙ্ঘ মরুকরণবিরোধী সংস্থা ইউনাইটেড নেশন্স কনভেনশন টু কমব্যাট ডেজার্টিফিকেশন (ইউএনসিসিডি)।

শুষ্ক এবং কম বৃষ্টিপাতপ্রবণ এলাকার এসব ভূমিতে বিশ্বের ৪৫ শতাংশ কৃষি কার্যক্রম পরিচালিত হলেও চরম খরা এবং জলবায়ু পরিবর্তন দ্রুত এই অঞ্চলগুলোকে অনুর্বর মরুভূমিতে রূপান্তর করছে।

বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ এই শুষ্ক ভূমিগুলোতে বাস করে।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, ভূমির 'অবনতি'র কারণে খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য ও ব্যাপক উদ্বাস্তু সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় সৌদি আরবে কপ-১৬ সম্মেলনে ২০৩০ সালের মধ্যে ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন হেক্টর মরুকৃত ভূমি পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানানো হবে।

মরুকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উর্বর ভূমি জীববৈচিত্র্য এবং উৎপাদনশীলতা হারিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হয়।

জাতিসঙ্ঘের মতে, বর্তমানে বিশ্বের অন্তত ৪০ শতাংশ ভূমি মরুকরণের শিকার। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বন ধ্বংস এবং অপ্রত্যাশিত কৃষি কার্যক্রমের পাশাপাশি নগরায়ণ এই সমস্যার প্রধান কারণ।

২০২৪ সাল সবচেয়ে উষ্ণ বছর বলে মূল্যায়িত হতে চলেছে।

জাতিসঙ্ঘের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে খরা বিশ্বের ৭৫ শতাংশ জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করতে পারে।

জাতিসঙ্ঘর মতে, নারীরা চাইতে পুরুষরা সাধারণত উচ্চ ফলনশীল একক সংস্কৃতিতে মনোযোগ দেয়, যা দ্রুত ভূমির অবনতি ঘটায়।

মরুকরণের ফলে খাদ্য নিরাপত্তা এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা ঝুঁকিতে পড়ছে। প্রতিনিয়ত উর্বর ভূমি অবনতির শিকার হওয়ায় জীববৈচিত্র্য হ্রাস, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বাড়ছে।

জাতিসঙ্ঘের মতে, সীমিত সম্পদের কারণে সঙ্ঘাত এবং বাধ্যতামূলক স্থানান্তরের মতো সামাজিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

জাতিসঙ্ঘের মরুকরণবিরোধী সংস্থা ইউনাইটেড নেশন্স কনভেনশন টু কমব্যাট ডেজার্টিফিকেশন (ইউএনসিসিডি) নির্বাহী সচিব ইব্রাহিম থিয়াও বলেন, 'ভূমি আমাদের জীবনধারণের ভিত্তি, যা আমাদের খাদ্য সরবরাহ করে, অর্থনীতি শক্তিশালী করে এবং আমাদের পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখে।'

মরুকরণ রোধে পদক্ষেপ

জাতিসঙ্ঘ মাটি পুনরুদ্ধার এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। পশ্চিম আফ্রিকায় 'হাফ-মুন' তৈরির মাধ্যমে পানি ধারণক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে যা স্থানীয়ভাবে সহজে তৈরি করা সম্ভব।

বিশ্বে প্রথম তৈরি হল হিরার ব্যাটারি, চলবে ৫,৭০০ বছর

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বে প্রথমবার হিরা দিয়ে ব্যাটারি বানিয়ে হৈচৈ ফেলে দিলেন বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা। পাশাপাশি তারা দাবি করেছেন, যুগান্তকারী শক্তির উৎস এই ব্যাটারি যে কোনও ডিভাইসকে হাজার হাজার বছর ধরে চালিত করতে সক্ষম। এই ব্যাটারিতে রেডিওকার্বন ডেটিংয়ে ব্যবহৃত কার্বনের আইসোটোপ 'কার্বন-১৪' ব্যবহার করে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়েছে। ব্যাটারিটি বানিয়েছেন, 'ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিস্টল' ও যুক্তরাজ্যের পরমাণু শক্তি কর্তৃপক্ষ বা ইউকেএইএ-এর বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা। পাশাপাশি এই ব্যাটারিটির মধ্যে তেজস্ক্রিয় বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। জানা গিয়েছে, ব্যাটারির হীরার কাঠামোর ভেতরে বসানো হয়েছে কার্বন-১৪, যা তেজস্ক্রিয়া ক্ষয়ের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করবে। আর কার্বন-১৪ থেকে দ্রুত চলমান ইলেকট্রন শক্তি তৈরি করবে হীরার এই ব্যাটারি। বিজ্ঞানীদের দাবি, এই ব্যাটারি ক্রমাগত অল্প অল্প করে শক্তি উৎপাদনে সক্ষম।

'মাইক্রোপাওয়ার' ধাঁচের ব্যাটারি এটি। চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই ব্যাটারির প্রয়োজন পড়বে বেশি। বিশেষ করে পেসমেকার, শ্রবণ সহায়ক ও চোখের ইমপ্লান্টের মতো ডিভাইসে ব্যবহৃত হবে এই ব্যাটারি। আর এই ব্যাটারির কার্যক্রম অনুযায়ী বারবার অস্ত্রোপচার করার ঝামেলা থাকবে না। তাই অন্যান্য ব্যাটারির তুলনায় এ ব্যাটারি রোগিদের আয়ু দীর্ঘায়িত করতে সক্ষম হবে।

চিকিৎসার পাশাপাশি মহাকাশ অনুসন্ধানেও এসব ব্যাটারি কার্যকর হবে। কারণ, মহাকাশযান ও বিভিন্ন ট্র্যাকিং ডিভাইসগুলিতে হিরার ব্যাটারি ভরলে, কয়েক দশক ধরে শক্তি দিতে থাকবে।

সিরিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকার গঠন, দায়িত্বে মুহাম্মদ আল-বশির

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ায় গঠিত হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ দেশত্যাগের পর বিদ্রোহীদের নিয়ে গঠিত হচ্ছে দেশটির অন্তর্বর্তী সরকার। এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মুহাম্মদ আল-বশির।

মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আসাদের পর ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতি তোড়জোড় করছে বিদ্রোহীরা। এরই প্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রক্রিয়া চলছে দেশটিতে। এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মুহাম্মদ আল-বশিরকে বেছে নেয়া হচ্ছে। তিনি সরকারবিরোধী আন্দোলন পরিচালনায় গঠিত বিদ্রোহীদের জাতীয় বিপ্লবী সরকারের ইদলিব অঞ্চলের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

আসাদ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ গাজী আল-জালালি ও মোহাম্মেদ আল-বশিরের সঙ্গে এইচটিএস প্রধান আল জোলানির বৈঠকের পর এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানায় কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আলজাজিরা। আর বৈঠকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি হয়েছেন বলে জানা গেছে।

আল-বশিরের জন্ম ১৯৮৩ সালে; ইদলিবের জাবাল আল-জাউইয়া শহরে। আলেপ্পো ইউনিভার্সিটিতে ইলেকট্রিকাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে লেখাপড়া সম্পন্ন করেন তিনি। এরপর শরিয়াহ ও আইন আইন নিয়ে লেখাপড়া করেন ইদলিব ইউনিভার্সিটিতে।

এদিকে নতুন সিরিয়ায় ফিরতে শুরু করেছেন হাজারও বাস্তুচ্যুত সিরীয়। তবে এদের মধ্যে অনেকেই তাদের ফেলে যাওয়া বাড়িঘর অক্ষত অবস্থায় পাননি। এমন অবস্থায় সিরিয়ার দশক পুরনো মানবিক সংকট আরও প্রকট হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

আদালতে হাজিরা দিলেন নেতানিয়াহু, দাঁড়াতে হল বিচারের কাঠগড়ায়

আপনজন ডেস্ক: একাধিক দুর্নীতির মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করতে প্রথমবারের মতো কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তার বিরুদ্ধে পৃথক ৩টি মামলা আদালতে বিচারাধীন। এসব মামলায় দোষী প্রমাণিত হলে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে তার।

সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজ জানিয়েছে, নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ২০১৯ সালে এসব মামলা করা হয়। জেরুজালেম জেলা আদালতে বিচার শুরু হয় পরের বছর। তবে নেতানিয়াহু তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবারই প্রথমবার আদালতে সাক্ষ্য দিতে উঠেছেন নেতানিয়াহু। তিনি তার বিরুদ্ধে আনা কেস ১০০০, কেস ২০০০, এবং কেস ৪০০০ মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন। এসব মামলার অভিযোগের মধ্যে রয়েছে ঘুষ, প্রতারণা এবং আস্থার লঙ্ঘন।

কেস ১০০০ : গিফটস অ্যাফেয়ার

এই মামলায় নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে প্রতারণা ও আস্থা লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, নেতানিয়াহু এবং তার স্ত্রী সারা দুই ধনী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বিলাসবহুল উপহার গ্রহণ করেছেন। বিনিময়ে তিনি তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে সহায়তা করেছেন। উপহারগুলোর মূল্য ছিল প্রায় ৭ লাখ শেকেল (১৮৬,০০০ ডলার)।

কেস ২০০০ : মিডিয়া চুক্তি

এই মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, নেতানিয়াহু ইসরায়েলের সংবাদপত্র 'ইডিয়থ আহরনথের' মালিক অ্যারন মোজেসের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলেন। এতে নেতানিয়াহুর পক্ষে ভালো কভারেজের বিনিময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা ইসরায়েল হায়োমের প্রচার সীমিত করার জন্য আইন প্রণয়নের পরিকল্পনা ছিল।

কেস ৪০০০ : টেলিকম দুর্নীতি

এই মামলায় বলা হয়েছে যে, নেতানিয়াহু টেলিকম কোম্পানি বেজেককে বিলিয়ন ডলারের নিয়ন্ত্রক সুবিধা দিয়েছেন। বিনিময়ে, বেজেকের মালিক শাওল এলোভিচ নেতানিয়াহু ও তার স্ত্রীর পক্ষে অনুকূল সংবাদ প্রচার করেছেন। এ ক্ষেত্রে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ঘুষ, জালিয়াতি ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে।

নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে বিচারিক কার্যক্রম আরও আগে শুরু হলেও গাজা যুদ্ধ এটিকে পাবলিক এজেন্ডা থেকে সরিয়ে দেয়। তবে এরআগে নেতানিয়াহুর অতি-ডানপন্থী সরকার আদালতের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিল পাশের চেষ্টা চালিয়েছিল। নেতানিয়াহুর এই প্রচেষ্টা ইসরায়েলে ব্যাপক বিক্ষোভের জন্ম দেয়। পরে নেতানিয়াহু এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন।

নেতানিয়াহু অবশ্য এটাকে বিচার বিভাগীয় সংস্কার এবং তার বিচারের সাথে এর কোনো যোগসূত্র নেই ছিলনা বলে দাবি করেন। তবে অনেকে মনে করেন, আদালতের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নেতানিয়াহু তার নিজের বিরুদ্ধে মামলাগুলো থেকে দায়মুক্তি নিয়ে নিতেন।

নেতানিয়াহু বলে আসছেন, তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও মিডিয়ার দ্বারা পরিচালিত একটি ষড়যন্ত্র। তবে এ মামলাগুলো নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, আদালতের রায় তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ট্রাম্পের স্বাস্থ্য সচিব কেনেডির বিরোধিতায় ৭৭ নোবেল জয়ী

আপনজন ডেস্ক: আগামী ২০ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার কেবিনেট সাজাচ্ছেন। এরইমধ্যে অনেককেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যাদের মধ্যে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনিডির ভাতিজা রবার্ট এফ কেনিডি জুনিয়রকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য সচিবের। তবে ট্রাম্পের এমন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন ৭৭ নোবেল বিজয়ী।

সোমবার ৭৭ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মার্কিন সিনেটে একটি খোলা চিঠি পাঠিয়েছেন। যেখানে তাদের দাবি, রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়রের মনোনয়ন বাতিল করা। তাদের মতে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কেবিনেটে সেক্রেটারি অফ হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস (এইচএইচএস) এর জন্য উপযুক্ত নন তিনি। তাছাড়া ইতোপূর্বে ভ্যাকসিনবিরোধী কথা বলেছেন তিনি। যা জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ওই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন ৭৭ নোবেল বিজয়ী। যাদের মধ্যে আছে– চিকিৎসা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও অর্থনীতিতে নোবেল জয়ীরা। চিঠিতে তারা উল্লেখ্য করেছেন, 'পূর্বের রেকর্ডের পরিপ্রেক্ষিতে, কেনেডিকে ডিএইচএইচএসের দায়িত্বে রাখা জনসাধারণের স্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে।' স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন ড্রু ওয়েইসম্যান, যিনি এমআরএনএ ভ্যাকসিন তৈরির কাজ করার জন্য ২০২৩ সালে মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। যা কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি বড় অগ্রগতি ছিল। তাছাড়া কেনেডি জুনিয়রকে নিয়ে বিতর্ক, তার কোন চিকিৎসা ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। তিনি একজন পরিবেশবাদী আইনজীবী। তাছাড়া কেনেডি ভ্যাকসিন এবং অটিজমকে যুক্ত করার ষড়যন্ত্র তত্ত্বের কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে সম্প্রতি কোভিড -১৯ ভ্যাকসিন সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়িয়েছেন। ওই চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, 'কেনেডির অভিজ্ঞতার অভাব ছাড়াও বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য বা প্রশাসনে অদক্ষতা রয়েছে। কেনেডি অনেক স্বাস্থ্য-রক্ষাকারী এবং জীবন রক্ষাকারী ভ্যাকসিনবিরোধী ছিলেন, যেমন হাম এবং পোলিও প্রতিরোধ ভ্যাকসিনের বিরোধী তিনি। কাজেই তাকে যেন নিয়োগ দেওয়া না হয়।'

যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের 'দৃঢ় সংকল্প'র জন্য কৃতজ্ঞ জেলেনস্কি

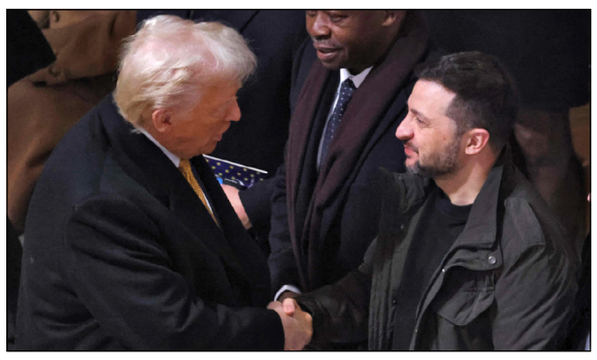

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি মঙ্গলবার বলেছেন, তিনি গত সপ্তাহে প্যারিসে নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করার পর ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'দৃঢ় সংকল্প'র জন্য কৃতজ্ঞ। এএফপি মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

আগত মার্কিন প্রশাসনের অধীনে ইউক্রেনের প্রতি সমর্থনের মাত্রা নিয়ে কিয়েভের আশঙ্কা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ শনিবার এলিসি প্রাসাদে জেলেনস্কি ও ট্রাম্পের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় আলোচনার আয়োজন করেছিলেন।

জেলেনস্কি এক্সে মঙ্গলবার ভোরে একটি পোস্টে বলেন, 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কিভাবে এই যুদ্ধের অবসান ঘটানো যায় সে বিষয়ে একসঙ্গে কাজ কর–এটাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। প্যারিসে বৈঠকের সময়, আমরা ঠিক এই বিষয়েই আলোচনা করেছি।'

ইউক্রেনীয় নেতা আরো বলেন, "আমি এটি আয়োজন করার জন্য প্রেসিডেন্ট ম্যাখোঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা পুনর্ব্যক্ত করছি, সেই সঙ্গে এই যুদ্ধের সুষ্ঠু অবসানের 'দৃঢ় সংকল্পে'র জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা।"

ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে দাবি করেছেন, তিনি ক্ষমতায় একবার আসলে '২৪ ঘন্টায়' প্রায় তিন বছরের সংঘাতের নিষ্পত্তি করবেন, যা ইউক্রেনের মধ্যে শঙ্কা জাগিয়েছে, এই শান্তির বিনিময়ে দেশটিকে বিশাল এলাকা ছেড়ে দিতে হবে।

ট্রাম্প রবিবার নিজের ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফরমে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি করার আহ্বান জানিয়ে লিখেছেন, জেলেনস্কি 'একটি চুক্তি করতে ও পাগলামি বন্ধ করতে' প্রস্তুত।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জার্মান নির্বাচনে এআই ও সাইবার হামলা নিয়ে উদ্বেগ

আপনজন ডেস্ক: ফেব্রুয়ারি মাসে জার্মানিতে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনকে ঘিরে দেশের ভেতর ও বাহির থেকে সাইবার হামলা ও এআই প্রোপাগান্ডা চালানো হতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। জার্মানির সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা বিএসআইয়ের প্রধান ক্লাউডিয়া প্লাটনার সম্প্রতি সাংবাদিকদের বলেন, 'জার্মানির ভেতরে ও বাইরে এমন কিছু শক্তি আছে, যারা নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় হামলা ও গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলাকে ব্যাহত করতে আগ্রহী।'

এদিকে জার্মানির অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা বিএফভি নভেম্বরে সতর্ক করে বলেছে, 'ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আগ্রাসনের পটভূমিতে জার্মানির নির্বাচনকে নিজের পক্ষে প্রভাবিত করার জন্য রাশিয়ার সম্ভবত সবচেয়ে বড় ও সুস্পষ্ট আগ্রহ রয়েছে।'

এ ছাড়া জার্মানির ভেতরে থাকা শক্তিও নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে বলে সতর্ক করেছেন ইওসেফ লেনটশ। তিনি জানুয়ারির শেষে বার্লিনে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া পলিটিকাল টেক সামিট কনফারেন্সের প্রধান নির্বাহী। তিনি বলেন, জার্মানির চরম ডানপন্থী দল এএফডি বেশ কয়েক বছর ধরে 'বিকল্প ডিজিটাল অবকাঠামো' গড়ায় কাজ করছে। সে কারণে তারা এই বিষয়ে জার্মানির প্রতিষ্ঠিত দলগুলোর চেয়ে প্রায় এক দশক এগিয়ে আছে।

সম্প্রতি রুমানিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম রাউন্ডে কালিন জর্জেস্কুর জয় সবাইকে অবাক করেছে। চরম ডানপন্থী এই নেতা রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সমর্থক। তবে ৬ ডিসেম্বর সেই ফল বাতিল করে দিয়েছেন সাংবিধানিক আদালত। প্রেসিডেন্ট ক্লাউশ ইয়োহানিস বেশ কিছু গোপন নথি প্রকাশ করার পর এই রায় দেওয়া হয়।

এতে দেখা যায়, জর্জেস্কুর পক্ষে প্রচারণা চালাতে রাশিয়া টিকটক ও টেলিগ্রামের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে কয়েক হাজার অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করেছিল। লেনটশ বলেন, 'রুমানিয়া ইইউর সদস্য। সেখানে যেটা ঘটেছে সেটা জার্মানিসহ অন্য যে কোথাও হতে পারে।'

'এআই প্রপাগান্ডা' বাড়ছে

বার্লিনের থিংক ট্যাংক জার্মানি কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের সেন্টার ফর জিওপলিটিকস, জিওইকোনোমিকস অ্যান্ড টেকনোলজির গবেষক কাটিয়া মুনোৎস বলেন, জার্মানিতে কোনো দল এএফডির মতো এত বড় 'ডিজিটাল অবকাঠামো' গড়ে তোলেনি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৮মি.

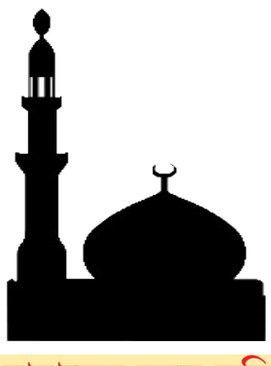

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪১	৬.০৭
যোহর	১১.৩৪	
আসর	৩.১৭	
মাগরিব	৪.৫৮	
এশা	৬.১৩	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৯	

ইসরায়েলি বর্বর হামলায় গাজায় প্রাণহানি ছাড়াল ৪৪ হাজার ৭৫০

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় থামছেই না ইসরায়েলি বর্বরতা। দখলদার দেশটির হামলায় একদিনে আরো অন্তত ৫০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো ৮৪ জন। নতুনদের নিয়ে ফিলিস্তিনের উপত্যকাটিতে নিহতের মোট সংখ্যা ৪৪ হাজার ৭৫০ ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়া গত ১৪ মাসের নিরলস হামলায় আহত হয়েছেন আরো লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি।

হাইতিতে গ্যাং হামলায় ১৮৪ জন নিহত

আপনজন ডেস্ক: হাইতির রাজধানী পোর্ট-অ-প্রিন্সের সিটে সোলেইল বস্তিতে চালানো গ্যাং হামলায় দুইদিনে কমপক্ষে ১৮৪ জন নিহত হয়েছে।

একজন গ্যাং নেতা তার সন্তানকে মন্ত্রবানে অসুস্থ করার অভিযোগ তুললে গ্যাংয়ের সদস্যরা বস্তিটির বৃদ্ধদের ওপর হামলা চালায়। এতে ওই হতাহতের ঘটনা ঘটে।

দেশটির মানবাধিকার সংস্থা ও জাতিসংঘ জানিয়েছে, নিহতদের অধিকাংশেরই বয়স ৬০ বছর বা তার বেশি এবং বেশিরভাগ লাশই পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।সেই সঙ্গে এ নিয়ে দেশটিতে চলতি বছরে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

'মিকানো' নামে পরিচিত ওয়ার্ফ জেরেমি নামক গ্যাংয়ের নেতা মনেল ফিলিপ্স তার সন্তানের অসুস্থতার পর এই হত্যাযজ্ঞের আদেশ দেন।

হাইতির জাতীয় মানবাধিকার প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্কের বরাতে রয়টার্স জানিয়েছে, মিকানোর মতে তিনি একজন ভুডু পুরোহিতের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছিলেন। যিনি ওই এলাকার বৃদ্ধদের বিরুদ্ধে মন্ত্রবলে তার শিশুকে ক্ষতি করার অভিযোগ তুলেছিলেন।

এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে ওয়ার্ফ জেরেমি গ্যাংয়ের সদস্যরা শুক্রবার কমপক্ষে ৬০ জন এবং শনিবার ৫০ জনকে কুপিয়ে হত্যা করে। সিটি সোলেইল মূলত পোর্ট-অ-প্রিন্সের বন্দরনগরের একটি ঘনবসতিপূর্ণ বস্তি। যা হাইতির সবচেয়ে দরিদ্র এবং সহিংস এলাকাগুলোর মধ্যে একটি।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান
দানবীর অ্যাকাডেমি
ভর্তি চলছে
প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত
শিক্ষাবর্ষ ২০২৫ ● আবাসিক বালক বিভাগ
স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান
দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ
আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।
বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২
9143076708 8513027401

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আল - আমীন ফাউন্ডেশন
বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ
ভর্তি পরীক্ষা (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে
যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২২৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯০৬

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩৩৪ সংখ্যা, ২৬ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ৮ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

যুদ্ধের অবসান ঘটুক

চলমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন কোরামে ভাগ হইয়া গিয়াছে। একসময় শক্তিশালী প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তুলনামূলক দুর্বল রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের নিরাপত্তার নামে জোট বাঁধিল। ইহার পর তাহারা জোটের বিরুদ্ধে জোট বাঁধিতে শুরু করিল। আপাতদৃষ্টিতে একই জোটের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ একে অপরকে মিত্র দেশ হিসাবে বিবেচনা করিয়া থাকে। এই হেতু জোটভুক্ত রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের বৈদেশিক নীতি থাকে কিঞ্চিত মোলায়েম এবং নমনীয়। প্রতিপক্ষ জোটভুক্ত রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের বৈদেশিক নীতি আবার তুলনামূলক কম নমনীয়, কখনো-সখনো যথেষ্ট কঠোর। মিত্রকে ছাড় দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু মিত্রের বাহিরে অন্যদের প্রতি কঠোরতা থাকে প্রবল। এইখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রশ্ন তুলিয়া থাকেন—মিত্র কি চিরকাল বন্ধু বলিয়া বিবেচ্য হয়? কিংবা শত্রু কি সর্বদা পরিত্যাজ্য? সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোনের ভাষ্যে—রাষ্ট্রের কোনো শাশ্বত মিত্র নাই, নাই চিরস্থায়ী কোনো শত্রুও। রাষ্ট্রের স্বার্থই হইল শাশ্বত ও চিরস্থায়ী। রাষ্ট্রের সেই স্বার্থ অনুযায়ী শত্রু-মিত্র নির্ধারণ ও প্রয়োজনে পরিবর্তিতও হয়।

স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন হইবে তাহা এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কারণে মিত্র হইয়া যায় শত্রু, আবার এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কারণেই শত্রুতা পরিণত হয় মিত্রতায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুই পরাশক্তি ফ্রান্স এবং জার্মানির দ্বৈরথ একবিংশ শতাব্দীতে আসিয়া শূন্যে মিলিয়া গিয়াছে। জাতীয় স্বার্থে তাহারা ইহার সহিত জোট বাঁধিয়াছে। আরব ও ইসরাইলের মধ্যে অর্ধশত বছরের অধিক সময় ধরিয়া বিরাজমান রাজনৈতিক উত্তেজনা এখন ক্রমশ বন্ধুত্বের রূপ ধারণ করিতে যাইতেছে। আমেরিকা এবং ইরানের সুসম্পর্ক ১৯৭০ দশকের শেষে ক্রমশ খারাপ হইতে হইতে এই মুহূর্তে সম্পর্ক সাপে নেউলে হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান সময়ের দুই বৃহৎ অর্থনৈতিক পরাশক্তি আমেরিকা এবং চীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির মাত্র পাঁচ বছর পর কোরিয়া যুদ্ধের জের ধরিয়া আমেরিকা-চীন সম্পর্কের অবনতি ঘটিতে শুরু করে। সেই সম্পর্ক এই মুহূর্তে কেমন রূপ ধারণ করিয়াছে—তাহা বলিবার অবকাশ রাখে না।

এই যে একটি রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক সময়ে-সময়ে তিন শত ষাট ডিগ্রিতে উলটাইয়া যায়—ইহার পিছনে কী কারণ থাকিতে পারে? ইহার একমাত্র উত্তর হইল রাষ্ট্রীয় স্বার্থ। বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করিতে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির রূপ বদলাইতে এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সবচাইতে বড় ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রসমূহ যেই সকল নেতার দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে, তাহাদের অনেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির রূপরেখা পরিবর্তনে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ নিজেদের মতো ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন। এডলফ হিটলার জার্মানির জাতীয় স্বার্থের নামে তাহার সম্প্রসারণবাদী নীতি বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিয়া প্রতিবেশী দেশে আক্রমণ করিয়াছিলেন—যাহার প্রতিফলন ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। সাবেক সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট জোসেফ স্ট্যালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় স্বার্থের নামে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বন্দি এবং হত্যা করেন।

একটি রাষ্ট্রের প্রধান উপকরণ হইল তাহার জনগণ। রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যক্রম তার জনগণকে কেন্দ্র করিয়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ, জনগণের স্বার্থই রাষ্ট্রের স্বার্থ। যুগে যুগে নূতন নূতন প্রজন্মের নেতা ও রাষ্ট্রনায়করা আসিয়া থাকেন। ভূরাজনৈতিক মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটে যুগে যুগে। সেই অনুযায়ী পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংস্করণ ঘটে রাষ্ট্রীয় শত্রু-মিত্রের অবস্থানে। ইহাই ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা। সুতরাং জনগণের স্বার্থের দর্পণে চিরকালীন শত্রু বা মিত্র বলিয়া কিছু নাই। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করিতে পারি—আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চলমান উত্তেজনা এবং বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান ঘটুক। সর্বস্তরের মানুষ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সচেতন হইয়া উঠুক।

রাশিয়ার মর্যাদার উপর আঘাত হেনেছে বাশার আল-আসাদের পতন

বাশার আল-আসাদকে প্রায় এক দশক ধরে ক্ষমতায় রেখেছিল রাশিয়ার আগ্নেয়াস্ত্র শক্তি। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সমস্ত কিছু বদলে দিয়েছে। দামেস্কের পতন হয়েছে, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে এবংবিমান পথে তাকে মস্কোতে উড়িয়ে আনা হয়েছে বলে খবর। ক্রেমলিনের একটা সূত্রের বরাত দিয়ে রুশ বার্তা সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের খবরে বলা হয়েছে, 'মানবিক কারণে' বাশার আল-আসাদ এবং তার পরিবারকে রাশিয়ার তরফে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। লিখেছেন **স্টিভ রোসেনবার্গ...**

বাশার আল-আসাদকে প্রায় এক দশক ধরে ক্ষমতায় রেখেছিল রাশিয়ার আগ্নেয়াস্ত্র শক্তি। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সমস্ত কিছু বদলে দিয়েছে।

দামেস্কের পতন হয়েছে, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে এবংবিমান পথে তাকে মস্কোতে উড়িয়ে আনা হয়েছে বলে খবর।

ক্রেমলিনের একটা সূত্রের বরাত দিয়ে রুশ বার্তা সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের খবরে বলা হয়েছে, 'মানবিক কারণে' বাশার আল-আসাদ এবং তার পরিবারকে রাশিয়ার তরফে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে সবচেয়ে নাটকীয় পরিস্থিতির মাঝে ক্রেমলিনের সিরিয়া প্রকল্প উন্মোচিত হয়েছে এবং মস্কো তা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, "মস্কো গভীর উদ্বেগের সঙ্গে সিরিয়ার ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করছে।"

তবে, আসাদ সরকারের পতন কিন্তু রাশিয়ার মর্যাদার উপর আঘাত।

প্রেসিডেন্ট আসাদকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে ২০১৫ সালে হাজার হাজার সেনা পাঠিয়েছিল রাশিয়া। এই পদক্ষেপের পেছনে রাশিয়ার একটা লক্ষ্যও ছিল।

প্রেসিডেন্ট আসাদের সমর্থনে সামরিক বাহিনী পাঠানোর পিছনে তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে নিজেদের জাহির করা।

সাবেক সোভিয়েত থেকে দূরে পশ্চিমাদের শক্তি ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে এটাই ছিল ভ্লাদিমির পুতিনের প্রথম বড় চ্যালেঞ্জ। সেখানে রাশিয়া সফল হয়েছে বলেও মনে হয়েছিল।

এরপর ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট পুতিন সিরিয়ায় অবস্থিত রাশিয়ার হেমেইমিম বিমানঘাঁটি পরিদর্শন করেন। তার সেই অভিযান যে সফল, সেই ঘোষণাও দেয়া হয়।

এদিকে, রুশ বিমান হামলায় সিরিয়ায় বেসামরিক নাগরিকদের হতাহতের খবর নিয়মিত প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কিন্তু যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস দেখিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমকে সেখানে (সিরিয়ায়) পাঠিয়েছে।

শুধু তাই নয়, সেখানে গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের রাশিয়ার সামরিক অভিযান প্রত্যক্ষ করার ব্যবস্থাপনা করতেও দেখা গিয়েছে।

এইরকমই একটা সফরে আমার মনে আছে- একজন কর্মকর্তা সেই সময় আমাকে বলেছিলেন যে, রাশিয়া কিন্তু সিরিয়ায় 'দীর্ঘ মেয়াদের' জন্য থাকবে।

তবে এই বিষয়টা কিন্তু তাদের কাছে মর্যাদার চাইতেও বেশি বড় ছিল।

সিরিয়াস্থিত রুশ নৌঘাঁটি ও বিমানঘাঁটিতে এই মুহূর্তে কোনও বড় ঝুঁকি নেই বলে রাশিয়ার তরফে জানানো হয়েছে।

ছবির ক্যাপশান,সিরিয়াস্থিত রুশ নৌঘাঁটি ও বিমানঘাঁটিতে এই মুহূর্তে কোনও বড় ঝুঁকি নেই বলে রাশিয়ার তরফে জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, রাশিয়ার তরফে সামরিক সহায়তার বিনিময়ে সিরিয়ার কর্তৃপক্ষ তাদের (রাশিয়াকে) ৪৯ বছরের জন্য হেমেইমিমের বিমানঘাঁটি এবং তারতুসের নৌঘাঁটি ইজারা দেয়।

পূর্ব ভূমধ্যসাগরে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল রাশিয়া। আফ্রিকার ভিতরে এবং বাইরে সামরিক ঠিকাদারদের স্থানান্তর করার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এই ঘাঁটিগুলো।

বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মস্কোর জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো এখন ওই রুশ ঘাঁটিগুলোর কী হবে?

বাশার আল-আসাদের মস্কোয় পৌঁছানোর বিষয়ে ঘোষণা করে রাশিয়ার তরফে যে বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে অন্য একটা বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে।

সেখানে বলা হয়েছে, রুশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে 'সিরিয়ার সশস্ত্র বিরোধীপক্ষের' প্রতিনিধিদের যোগাযোগ ছিল।

রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টিভির উপস্থাপক জানিয়েছেন, বিরোধী নেতাদের তরফে সিরিয়ার ভূখণ্ডে রাশিয়ার সামরিক ঘাঁটি ও কূটনৈতিক মিশনের নিরাপত্তার বিষয়ে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে সিরিয়াস্থিত রাশিয়ার ঘাঁটিগুলোকে 'উচ্চ পর্যায়ের সতর্কতায়' রাখা হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে দাবি করা হয়েছে 'এই মুহূর্তে তাদের উপর কোনও গুরুতর ঝুঁকি নেই'।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিলেন বাশার আল-আসাদ। ক্রেমলিন কিন্তু তার উপর ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করেছিল। আসাদ সরকারের পতনের বিষয়টাকে একটা ধাক্কা ছাড়া অন্য কোনও দিক থেকে উপস্থাপন করতে গেলে কিন্তু রুশ কর্তৃপক্ষকে বেশ হিমশিম খেতে হবে। তা সত্ত্বেও কিন্তু সেই চেষ্টাই করে চলেছে রাশিয়া আর একইসঙ্গে এই পরিস্থিতিতে 'দোষারোপের' জন্য বলির পাঁঠাও খুঁজছে তারা। যেমন, রোববার রাতে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের প্রধান সাপ্তাহিক নিউজ শোতে সিরিয়ার সেনাবাহিনীকে নিশানা করা হয়। বিদ্রোহীদের রুখতে যুদ্ধ না চালানোর করার জন্য সিরিয়ার সেনাবাহিনীর সমালোচনা করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থাপক ইয়েভগেনি কিসেলেভকে বলতে শোনা গিয়েছে, "সবাই দেখতে পাচ্ছিল যে, সিরীয় কর্তৃপক্ষের জন্য পরিস্থিতি ক্রমেই নাটকীয় হয়ে উঠছে।"

"কিন্তু আলেপ্পোতে কার্যত বিনা লড়াইয়ে (সামরিক) অবস্থান ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সুরক্ষিত অঞ্চলগুলো একের পর এক আত্মসমর্পণ করে দেওয়া হয় এবং তারপরে উড়িয়ে দেওয়া হয়। যদিও তারা (সরকারি সৈন্যবাহিনী) অনেক বেশি পোক্ত ও সুসজ্জিত ছিল এবং আক্রমণকারী পক্ষকে তারা বহুগুণে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।"

"এটা (কেন এমন পরিণতি হলো) কিন্তু একটা রহস্য!"

ওই খবরের অনুষ্ঠানে উপস্থাপককে আরও দাবি করতে শোনা যায় যে "রাশিয়া সবসময়ই সিরিয়ায় (বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে) সমঝোতা আশা করেছিল।"

এরপর তার শেষ কথা ছিল, "সিরিয়ায় যা ঘটছে সে সম্পর্কে আমরা অবশ্যই উদাসীন নই। তবে আমাদের অগ্রাধিকার হচ্ছে রাশিয়ার নিজস্ব নিরাপত্তা- বিশেষত সামরিক অভিযানের (ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ) অঞ্চলে কী ঘটছে।"

এখানে রাশিয়ার নাগরিকদের জন্য এখানে একটা পরিষ্কার বার্তা রয়েছে। আর তা হলো, রাশিয়া নয় বছর ধরে বাশার আল-আসাদকে ক্ষমতায় রাখার জন্য সম্পদ জুগিয়ে চললেও রাশিয়ার জনসাধারণকে বার্তা দেওয়া যে তাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে।

সৌ: বিবিসি

প্রেসিডেন্ট আসাদকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে ২০১৫ সালে হাজার হাজার সেনা পাঠিয়েছিল রাশিয়া। এই পদক্ষেপের পেছনে রাশিয়ার একটা লক্ষ্যও ছিল। প্রেসিডেন্ট আসাদের সমর্থনে সামরিক বাহিনী পাঠানোর পিছনে তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে নিজেদের জাহির করা। সাবেক সোভিয়েত থেকে দূরে পশ্চিমাদের শক্তি ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে এটাই ছিল ভ্লাদিমির পুতিনের প্রথম বড় চ্যালেঞ্জ। সেখানে রাশিয়া সফল হয়েছে বলেও মনে হয়েছিল।

এরপর ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট পুতিন সিরিয়ায় অবস্থিত রাশিয়ার হেমেইমিম বিমানঘাঁটি পরিদর্শন করেন। তার সেই অভিযান যে সফল, সেই ঘোষণাও দেয়া হয়। এদিকে, রুশ বিমান হামলায় সিরিয়ায় বেসামরিক নাগরিকদের হতাহতের খবর নিয়মিত প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কিন্তু যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস দেখিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমকে সেখানে (সিরিয়ায়) পাঠিয়েছে। শুধু তাই নয়, সেখানে গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের রাশিয়ার সামরিক অভিযান প্রত্যক্ষ করার ব্যবস্থাপনা করতেও দেখা গিয়েছে। এইরকমই একটা সফরে আমার মনে আছে- একজন কর্মকর্তা সেই সময় আমাকে বলেছিলেন যে, রাশিয়া কিন্তু সিরিয়ায় 'দীর্ঘ মেয়াদের' জন্য থাকবে।

স্বৈরাচারী বাশারের পতনের পর সিরিয়ায় এখন কী হবে

সাইমন টিসডাল

এখানে 'ঐতিহাসিক' শব্দটি ব্যবহার করা যথার্থ হবে। কারণ, বাশার আল-আসাদের শাসনের পতন ঘটেছে। ৫০ বছরের বেশি সময়ের নির্মম স্বৈরশাসন এবং ১৩ বছরের গৃহযুদ্ধ ও সীমাহীন কষ্টের পর যা ঘটেছে, তা যুগান্তকারী ঘটনা।

সিরিয়ার জনগণ, অন্তত তাদের বেশির ভাগই আজ উল্লাসে মেতে উঠেছে। তারা এই মুহূর্তটি উপভোগ করুক। এই উল্লাস তাদের প্রাপ্য। এই উদ্‌যাপন ইরাকের সাদ্দাম হোসেন ও লিবিয়ার মুয়াম্মার গাদ্দাফির পতনের পরের আনন্দোৎসবের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এই স্মৃতিগুলো আমাদের জন্য সতর্কবার্তা এবং হুমকি।

সতর্কবার্তাটি হলো, যদি আসাদের স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামোর আকস্মিক পতন নিয়ন্ত্রণহীন বিশৃঙ্খলায় পরিণত হয়, তাহলে জনতার এই আনন্দ অতি শিগগিরই কান্নায় পরিণত হতে পারে। আর হুমকিটা হলো, সিরিয়ায় এখন যে রাজনৈতিক ও সামরিক শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা এমন সব স্বার্থান্বেষী শক্তির দখলে চলে যেতে পারে, যারা ন্যায়বিচার ও মিলমিশের চেয়ে ক্ষমতা ও প্রতিশোধে বেশি আগ্রহী।

সিরিয়ায় প্রতিশোধ হলো এমন একটি 'খাবার', যা গরম-গরম পরিবেশন করা হয় এবং এটি এখন আবার 'মেনুতে' ফিরে এসেছে।

২০১১ সালে দক্ষিণ-পশ্চিম সিরিয়ার দারায় একটি জনবিদ্রোহ থেকে আসাদকে উৎখাত করার প্রচারণার সূচনা হয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে ইদলিবের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ঘাঁটি গড়ে তোলা জঙ্গি গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শামের (এইচটিএস) সফল অগ্রযাত্রা এবং জনগণের সহায়তায় রাজধানী দামেস্কের পতন একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়েছে। সেই দিক থেকে এটিকে জনতার বিপ্লব বলা যেতে পারে।

তবে এইচটিএস নেতা আবু মুহাম্মদ আল-জোলানির অধীনে সিরিয়ার ভবিষ্যৎ কেমন হবে, তা এখনো কেউ বলতে পারে না।

একসময় আল-কায়েদার সঙ্গে যুক্ত থাকা জঙ্গি এবং মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত জোলানি এখন জাতীয় মুক্তির নায়ক হিসেবে নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন। তবে ইদলিবে তাঁর নেতৃত্বাধীন এইচটিএস মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং স্বৈরশাসনের রেকর্ড রেখে গেছে।

জোলানির বাহিনী যখন দক্ষিণে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন সিরিয়ার বহু মানুষ এইচটিএসের পতাকাতলে শামিল হয়েছে। তবে অন্যান্য গোষ্ঠীও (যাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন) এই সংকট থেকে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। এদের মধ্যে রয়েছে উত্তর-পূর্বের কুর্দি নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী মিলিশিয়াদের একটি জোট; মার্কিন সমর্থিত সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস; তুর্কি সমর্থিত বিদ্রোহী দলগুলো (যাদের একত্রে বলা হয় সিরিয়ান ন্যাশনাল আর্মি) এবং দক্ষিণের বিরোধী গোষ্ঠীগুলো। এরা আসাদের প্রতি ঘৃণার দিক থেকে এসটিএসের সঙ্গে এক হলেও অন্য কোনো বিষয়ে একমত নয়।

যুদ্ধের আগে সিরিয়া ছিল বহুজাতিক, বহুধর্মীয়, সহনশীল এবং ধর্মনিরপেক্ষ। এখন কি সেই পুরোনো সিরিয়া আবার গড়ে তোলা সম্ভব? জোলানি কি দেশের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য? অথবা অন্য কেউ কি এই বিশৃঙ্খলা ও বিভাজন ঠেকাতে পারবে? এখনো এসব প্রশ্নের উত্তর কারও কাছে নেই।

আসাদ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ গাজি জালালি ঘোষণা দিয়েছেন, আসাদের মতো তিনি পালাবেন না। বরং তিনি নিজের জায়গায় থেকে বিদ্রোহীদের সঙ্গে কাজ করতে চান। তাঁর কথাগুলো সাহসী। আশা করা যায়, তিনি তাঁর কথায় অটল থাকতে পারবেন।

সামনের চ্যালেঞ্জগুলো সত্যিই ভয়ংকর। গৃহযুদ্ধে তিন লাখেরও বেশি মানুষ মারা গেছে। কেউ কেউ বলছেন, এই সংখ্যা এর দ্বিগুণও হতে পারে।

২০১১ সাল থেকে প্রায় এক লাখ মানুষ নিখোঁজ বা গুম হয়েছেন। তাঁরা কোথায়? এই ভয়ংকর হিসাব এখন শুরু হবে। প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা বা ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ ঘরছাড়া হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ বিচার ছাড়াই আটক ছিলেন। তাঁদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়েছে।

এখন বন্দিশিবিরগুলো খালি হয়ে যাচ্ছে। শারীরিক ও মানসিকভাবে আহত এবং প্রতিশোধপরায়ণ মানুষের ঢল ভেঙে পড়া সমাজে ফিরছে। তুরস্ক ও জর্ডানে অবস্থানরত লাখ লাখ শরণার্থী হয়তো একসঙ্গে দেশে ফেরার চেষ্টা করবে। সামনে মানবিক ও নিরাপত্তাজনিত বিপর্যয়ের আশঙ্কা প্রবল।

সিরিয়ার যুদ্ধ শুরুর পর থেকে বিদেশি হস্তক্ষেপ দেশটির সংকটের মূল অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আসাদের পতন তাঁর প্রধান সমর্থক রাশিয়া ও ইরানের জন্য একটি বড় পরাজয়।

২০১৫ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সিরিয়ার গণতন্ত্রপন্থী শক্তিগুলোকে সমর্থন দেওয়ার বদলে সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইকে অগ্রাধিকার দিলে ভ্লাদিমির পুতিন সিরিয়ায় প্রবেশ করেন। রাশিয়ার বিমানবাহিনী এবং ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী আসাদকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এর বিনিময়ে পুতিন সামরিক ঘাঁটি এবং কৌশলগত সুবিধা অর্জন করেন। এখন এই সবকিছু ঝুঁকির মুখে।

ইরানের জন্য সিরিয়ার পতন আরেকটি বড় ধাক্কা। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের আক্রমণের পর ইসরায়েল হিজবুল্লাহকে দুর্বল করেছে। আর হিজবুল্লাহ আসাদের জন্য বড় সমর্থক গোষ্ঠী ছিল। এতে ইরানের অবস্থান আরও বিপদে পড়েছে। শোনা যাচ্ছে, দামেস্কে ইরানের দূতাবাস আক্রমণের শিকার হয়েছে, আর তাদের কূটনীতিকেরা পালিয়ে গেছেন। তবে রাশিয়া ও ইরান সহজে হার মানবে না। তারা নতুন পরিস্থিতি নিজেদের মতো করে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। আর এটি সিরিয়ার মানুষের জন্য ভালো নাও হতে পারে।

ইসরায়েলের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। হামাস এবং ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে ইসরায়েল দামেস্কসহ সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে ইরান ও হিজবুল্লাহর লক্ষ্যবস্তু বলে দাবি করা জায়গাগুলোতে বারবার বোমা হামলা চালিয়েছে।

তেহরান মনে করে, আসাদের পতনে ইসরায়েলের হাত রয়েছে।

এখন ইসরায়েল তার সীমান্তের একটি ভেঙে পড়া রাষ্ট্রকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। আসাদের রাসায়নিক অস্ত্র কার দখলে যাচ্ছে এবং ইসলামপন্থী জঙ্গিদের হুমকি কতটা থাকছে, তা নিয়ে তারা চিন্তিত।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান সম্ভবত এইচটিএস-কে আসাদের বাফার জোন তৈরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পর আক্রমণ শুরু করার সবুজ সংকেত দিয়েছিলেন। কুর্দি 'হুমকি' নিয়ে তাঁর উদ্বেগ রয়েছে। তাই তিনি আরও সেনা সীমান্তে পাঠাতে পারেন।

তবে এরদোয়ান কি আসাদের শাসন ভেঙে পুরো সিরিয়ায় বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে চেয়েছিলেন? এই পরিবর্তন কীভাবে তুরস্কের স্বার্থে কাজ করতে পারে, এর ব্যাখ্যা হয়তো তিনিই দিতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং ইউরোপের দেশগুলো সিরিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে সমানভাবে অবাক হয়েছে। এটি একটি বড় গোয়েন্দা ব্যর্থতা। তবে সিরিয়ার যুদ্ধে পশ্চিমের দীর্ঘ ব্যর্থতার রেকর্ড রয়েছে। তারা এখানকার সন্ত্রাস, যুদ্ধাপরাধ এবং রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের মতো ঘটনার দিকে অনেকটাই চুপচাপ তাকিয়ে ছিল। এখনো পশ্চিমারা নীরব দর্শক হয়ে আছে।

আরব দেশগুলোর কাছ থেকেও কোনো সাহায্য আশা করা যায় না। এক বছর আগে আসাদ আরব লিগ সম্মেলনে তাঁর আন্তর্জাতিক দুর্নাম দূর করে ফিরে এসেছিলেন। সৌদি বাদশাহ মুহাম্মদ বিন সালমানসহ অনেকেই তাঁকে আরব লিগে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

তবে আসাদ আগে যেমন বর্বর ছিলেন, শেষ পর্যন্ত তা-ই থেকে গেছেন। সিরিয়ার জনগণের ওপরই এখন দেশটিকে বাঁচানোর দায়িত্ব পড়েছে। কারণ, আর কেউ তাদের সাহায্য করবে না।

গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া অনুবাদ: সাইমন টিসডাল অবজারভার-এর পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত বিশ্লেষক

প্রথম নজর

ভাঙা কাঠের ব্রিজের ওপর ঝুঁকির যাতায়াত

মাফরুজা মোল্লা ● জয়নগর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং ও বারুইপুর থানার মধ্যস্থ পিয়ালী নদীর থাকা বেহাল দশা কাঠের সেতুর।আর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিত্যদিন যাতায়াত এলাকাবাসী ও স্কুলের পড়ুয়াদের। ভগ্নদশা প্রায় কাঠের সেতুটি। এখন আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষের কাছে। ক্যানিংয়ের ডেভিসাবাদ, হাটপুকুরিয়া, দক্ষিণ ডেভিসাবাদ, মরাপিয়া, বালুইঝাঁকা ও বারুইপুরের জয়াতলা , বৃন্দা খালি, উত্তরভাগ, মৌতলা, গোড়দা গ্রামের বাসিন্দাদের। আর ওই কাঠের সেতুটি এখন। মরণ ফাঁদ এলাকাবাসীর। আর এমনই চিত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং হাটপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ডেভিসাবাদ গ্রাম ও বারুইপুরের বৃন্দাখালি অঞ্চলের জয়াতলা গ্রামের মধ্যস্থ পিয়ালী নদীর উপর কাঠের সাঁকোটি। আর মৃত্যুকে সঙ্গী করে নিত্যদিন যাতায়াত করতে হচ্ছে দুপারের স্থানীয় বাসিন্দাদের। দিনের বেলায় কোনক্রমে যাতায়াত করলেও রাতের বেলায় তা আরো বিপদজনক হয়ে ওঠে। বাধ্য হয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের ও জয়াতলা হাই স্কুলের পড়ুয়াদেরকে। আর দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে ভগ্নদশা প্রায় ওই কাঠের সেতুটি। আর ওই কাঠের সেতুটি উপর দিয়ে নিত্যদিন যাতায়াত , টোটো, মোটর সাইকেল, সাইকেল, অটো।আর প্রায় সময় ঘটছে দুর্ঘটনা। স্থানীয় ও পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি, কাঠের সেতুটি কে দ্রুত সংস্কার করার পাশাপাশি কংক্রিটের ব্রিজ তৈরি করুক। এ বিষয়ে বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার বলেন, ‘এই কাঠের সেতু মেরামত করা হয়েছিল। আবার দেখ্য হবে।’

কেরলে রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়ে মৃত্যু মুর্শিদাবাদের শ্রমিকের

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: কেরালায় রাজমিস্ত্রি কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের এক পরিচয় শ্রমিকের। নয় মাস আগে রাজমিস্ত্রির কাজে কেরালা গিয়ে আর জীবিত অবস্থায় বাড়ি ফেরা হলো না। লাশ হয়ে ফিরতে হলো মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের চাঁদনীদহা গ্রামের যুবক রেন্টু সেখকে। মঙ্গলবার বিকেলে কেরালা থেকে রেন্টু সেখের মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় গ্রামের বাড়িতে। দেহ বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের সদস্যরা। বরফ আবৃত পিতার মৃতদেহ দেখে অসহায়ত্বের মতো তাকিয়ে থাকে রেন্টু সেখের ছোটো ছোটো তিন সন্তান।
জানা গিয়েছে, প্রায় নয় মাস আগে কেরালা রাজমিস্ত্রি কাজে গিয়েছিলেন সামশেরগঞ্জের চাঁদনীদহার গ্রামের রেন্টু সেখ নামে ওই যুবক। একেবারেই হত দরিদ্র পরিবার। নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা। কাজ শেষে কয়েকদিন পরেই বাড়ি আসার কথা ছিল তার। নিত্য দিনের মতো গত রবিবার কাজ করছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎই বুকে ব্যথা উঠে অসুস্থ হয়ে পড়ে রেন্টু সেখ। কাজ চলাকালীন এমন অসুস্থতায় সঙ্গী সাথীরা তড়িঘড়ি তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। যদিও হার্ট এ্যাটাক করে কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় রেন্টু সেখের। মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছাতেই কার্যত ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। কেরালা থেকে দেহ বাড়ি নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করা হয়। অবশেষে মঙ্গলবার বিকেল নাগাদ সামশেরগঞ্জের চাঁদনীদহ গ্রামে নিয়ে আসা হয় মৃত রেন্টু শেখের মরদেহ। মৃতদেহ পৌঁছাতেই কার্যত কান্নার রোল পড়ে যায় গ্রামজুড়ে। পরিবারের সুখের আশায় কয়েক হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে কেরালায় রাজমিস্ত্রি কাজ করতে গিয়ে এভাবে যুবকের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা গ্রাম। স্বামীর মৃত্যুতে পরিবারের রোজগার বন্ধ। কিভাবে সংসার চালাবেন এখনো বুঝে উঠতে পারছেন না একেবারে হতদরিদ্র পরিবারের সদস্যরা। সরকার কিংবা প্রশাসনের কাছে আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন পরিবারের লোকজন।

নদী ভাঙন প্রতিরোধে এসডিপিআই-এর পদযাত্রা রঘুনাথগঞ্জে

আলম সেখ ● রঘুনাথগঞ্জ

আপনজন: “নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ যাত্রা” একটি গণ আন্দোলন পরিচালনা করছে এসডিপিআই। মঙ্গলবার গঙ্গা-পদ্মা ভাঙ্গনকে সামনে রেখে এসডিপিআই এর এই পদযাত্রার চতুর্থ দিনের সূচনা হল রঘুনাথগঞ্জ খড়খড়ি ব্রিজ থেকে। পদযাত্রায় এসডিপিআই নামক গণতান্ত্রিক দলটির সিনিয়র নেতা বর্গ তাহিদুল ইসলাম, মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, হাকিকুল ইসলাম সহ দলের ক্যাডাররা এবং সাধারণ জনগণ সহ ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তরা এই পদযাত্রায় শামিল হয়। রঘুনাথগঞ্জ সহ অত্র এলাকার জনগণ এই পদযাত্রাকে বিশেষভাবে স্বাগত জানায়। এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকলের বিশেষ দাবি গঙ্গা পদ্মা ভাঙ্গন প্রতিরোধের স্থায়ী সমাধান করতে হবে। ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই পদযাত্রা রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা হয়ে হলুদমেল মোড়, মুহাম্মদপুর, ইসলামপুর, জোতকমল, পিয়ারাপুর, ঘোষ পাড়া,তালতলা, কালীতলা, বেলতলা, সন্মতিনগরে প্রবেশ করে। এই পদযাত্রা সন্মতীনগরে অবস্থান করে একটি পথসভার আয়োজন করে। এই পথসভায় বক্তব্য রাখেন রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা কমিটির অন্যতম সদস্য খাইরুল আলম। তিনি গঙ্গা পদ্মা ভাঙ্গনের জ্বলন্ত সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সরকার নদী ভাঙনের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করলেও সেই টাকা নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আজও সঠিকভাবে ব্যয় করা হয়নি বলে তিনি দাবি করেন।
রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হাকিকুল ইসলাম গঙ্গা পদ্মা তীরবর্তী এলাকার নেতৃত্বদের বিশেষভাবে দায়ী করেন। রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা কমিটির সভাপতি শহিদুল ইসলাম মহাশয় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সরকারের উদাসীনতা ও গড়িমসির কথা তুলে ধরেন। এই পদযাত্রার অভিমুখ হলো লালগোলা এমএন একাডেমী ময়দান । সেখানে একটি বিশাল জনসমাবেশের মধ্য দিয়ে এই পদযাত্রা সমাপ্তি ঘোষণা হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাসুবাটি দরবার শরীফে ওফাত দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলির বাসুবাটি মেজ হুজুর দরবার শরীফে প্রাক্তন গদ্দিনশীন হযরত খাজা সৈয়দ জাফরুল ইসলাম আল কাদিরি (রহ)-এর ওফাত দিবস অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন পির সৈয়দ শাহ তাজুল ইসলাম ও মৌলানা আব্দুল হাই রিজভী ও পীরজাদা সৈয়দ তাফহীমুল ইসলাম আল কাদেরী। গদ্দিনশীন মাওলানা সৈয়দ আহসানুল ইসলাম কাদেরিয়া চিশতিয়া তরিকায় তালিম দিলেন এবং সালাতু সালাম পাঠ করে আখেরি মোনাজাত করেন বিশ্বের শান্তি এবং সুস্থতা কামনা করে শেষ করেন।

লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত বাইক চালক

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে এক বাইক চালকের মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকেলে মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গি থানার ফরিদপুর অঞ্চলের ভিটেপাড়া মাদ্রাসা এলাকায়, স্থানীয় সূত্রে জানা যায় সাদিখানদেয়ার থেকে ফরিদপুরগামী একটি লরি আসছিল সামনেই আসছিল বাইক আর তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক থেকে পড়ে যায় বাইক চালক জনিরুল ইসলাম নামের বয়স ত্রিশের এক যুবক,তখনই পেছনে আসা লরির চাকায় পিষ্ঠ হয়ে আহত হয় বাইক চালক ঘটনায় আহত অবস্থায় বাইক চালক কে স্থানীয়রা ছুটে এসে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে ডোমকল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মৃত বাইক চালকের নাম জনিরুল ইসলাম ৩০,বাড়ি ফরিদপুর অঞ্চলে, ঘটনায় উত্তেজিত জনতা গাড়ির চালক কে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।ঘটনার খবর দেওয়া হয় জলঙ্গী থানায় খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে পৌঁছায় পুলিশ পুলিশ এসে ঘাতক লরি ও চালককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।পুলিশ মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে।ঘটনায় এলাকায় ও পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নেই স্থায়ী ডাক্তার, একজন নার্স ও কর্মী নিয়েই চলছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: নেই স্থায়ী চিকিৎসক একজন মাত্র নার্স ও একজন গ্রুপ ডি কে নিয়েই চলছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবা একেবারে তলানিতে ঠেকেছে দাবি এলাকাবাসীদের। অতীতে গ্রামীণ এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা ঠিকঠাক ভাবে পৌছে দিত। তবে বর্তমানে অধিকাংশ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অবস্থা প্রশ্ন চিহ্নের মুখে পড়েছে। সেরকমই একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম হল বাঁকুড়ার সিমলাপাল ব্লকের মন্ডলগ্রাম অঞ্চলের অড়রা নিউ পিএইচসি। একসময় এই মন্ডলগ্রাম অঞ্চল সহ এই অঞ্চলের লাগোয়া পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একাধিক গ্রামের মানুষজন এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এসে চিকিৎসা পরিষেবা নিত। প্রায় চল্লিশটি গ্রামের মানুষ এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে পরিষেবা নিত। এখন সেসব অতীত। এখন হাসপাতালে নেই স্থায়ী চিকিৎসক বর্তমানে একটি মাত্র নার্সিং স্টাফ ও একজন গ্রুপ ডি কর্মীকে নিয়ে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র চলছে। পরিষেবা একেবারেই তলানিতে ঠেকেছে এবং নজরদারীর অভাবে নষ্ট হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন সম্পত্তি এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের। অন্যদিকে এই এলাকার সিংহভাগ মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল, চাষ জমি দেখেছি কাজ করার সময় অনেক সময় সাপের কামড় খেতে হয় চাষীদের এবং তার জন্য চিকিৎসা পাওয়া যায় না এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এবং অন্যান্য শারিরীক সমস্যা একটু বেশি হলেই ছুটে যেতে হয় ১৬-১৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সিমলাপাল ব্লক হাসপাতালে। এলাকাবাসীদের দাবি অবিলম্বে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি আগের মত শুরু হোক। স্থায়ী চিকিৎসক স্থায়ী নার্স গ্রুপ ডি কর্মীসহ একজন ফার্মাসিস্ট আসুক প্রতিনিয়ত এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাতে করে স্বাস্থ্য পরিষেবা এলাকার প্রতিটি মানুষ সুন্দরভাবে পায়। এই বিষয়ে সিমলাপাল ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান এই বিষয়ে তারা উচ্চপদস্থ পর্যায়ে জানিয়েছেন, তবে চিকিৎসক স্থায়ী না পাওয়ায় একজন কন্ট্রাকচুয়াল চিকিৎসক ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দেওয়া আছে। আরো বলেন এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নিজস্ব কোন স্টাফ নেই। কোনো রকম স্বাস্থ্যকেন্দ্র টিকে টিকিয়ে রাখতে বা হাসপাতালের আউটডোর পরিষেবা বজায় রাখতে অন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে একজন নার্সিং স্টাফ ও একজন গ্রুপটি স্টাফকে এই অড়রা নিউ পিএইচইসি তে রাখা হয়েছে। এখন আউটডোর পরিষেবা দেওয়া হয়।
অন্যদিকে স্থানীয় বিধায়ক ফাল্গুনী সিংহ বাবু জানান বিষয় নিয়ে তিনি রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে বিষয়টি জানিয়েছেন এবং তিনি সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। আশা করি চিকিৎসকের সংকট মিটলে হয়ত এই সমস্যা আর থাকবে না।

আবাসে টাকা পেলেও শুরু করা হয়নি নির্মাণ, পরিদর্শনে পুর চেয়ারম্যান

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: আবাস যোজনার টাকা পেলেও শুরু করা হয়নি নির্মাণ কাজ। প্রথম ধাপের টাকা ঢুকে গিয়েছে বহুদিন আগে। তারপরেও বাড়ি তৈরি করছেন না অনেকেই। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে সরে জমিনে স্বয়ং পুরসভার চেয়ারম্যান। সরকারি টাকায় বাড়ি তৈরি না করলে, টাকা ফেরত দেবার কথা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেন চেয়ারম্যান।
জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বালুরঘাট পুরসভার অন্তর্গত ১৩,১৪ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে পরিদর্শনে যান বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র। সেখানে যারা যারা বাড়ি তৈরি টাকা পেয়েও নির্মাণ কাজও শুরু করেনি, তাদের সাথে কথা বলেন তিনি। দ্রুত বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করবার পরামর্শ দেন তিনি। নইলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানিয়ে দেন তিনি।
এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র জানান, ‘পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে আমাদের পৌর দপ্তর থেকে হাউস ফর অল প্রকল্পে সাধারণ মানুষের বাড়িতে ছাদ অর্থাৎ বাড়ি তৈরি করে দেবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ফান্ড আমরা এর মধ্যেই রিলিজ করে দিয়েছি। সব মিলিয়ে ৭০ কোটি টাকার প্রজেক্ট এর মধ্যে আমরা ৬৮ কোটি টাকা রিলিজ করে দিয়েছি। সম্প্রীতি বালুরঘাট পৌরসভায় আশা ২ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় পনে ২ কোটি টাকাও আমরা রিলিজ করে দিয়েছি। বালুরঘাট পৌরসভার ২৫ টি ওয়ার্ডের মধ্যে যে কাজগুলো চলছে, সেগুলো ঠিক ঠাক ভাবে চলছে কিনা সেগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সব মিলিয়ে ১১৫ টি পরিবার রয়েছে। তারা টাকা পেয়েছেন অথচ এখনো কাজ শুরু করেনি। সেই সমস্ত বাড়িগুলোতে আমরা পরিদর্শনে যাচ্ছি। যারা টাকা পেয়েও এখনো কাজ শুরু করেনি, তাদেরকে আমরা বেশ কয়েকটি নোটিশ পাঠিয়েছি। আমরা ঠিক করেছি আমরা আবার ৭ দিনের নোটিশ দেব। দ্রুত তাদের কাজ শুরু করতে হবে নতুবা তাদের বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেয়া হবে।’

আকড়া মাদ্রাসায় কর্মশালা

মতিয়ার রহমান ● আকড়া

আপনজন: পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য প্রগতিশীল শিখন কৌশলের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিখন শিক্ষণ প্রক্রিয়া এবং শিক্ষার্থীদের ফলাফল উন্নত করার লক্ষ্যে টাটা ট্রাস্টের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ এবং বিক্রমশিলা এডুকেশন রিসোর্স সোসাইটির সমন্বয়ে আকড়া হাই মাদ্রাসায় চার দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মোট ২৭টি মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই কর্মশালায় যোগ দেন। কর্মশালায় উদ্বোধনী ভাষণ দেন আকড়া হাই মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির সম্পাদক শফিক আহমেদ মোল্লা ওরফে গোল্ডেন। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন বিক্রমশীলা এডুকেশন সোসাইটির মেহেদী হাসান।

বেডস-এর কর্মশালা বারাসতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: বসুধা এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট এন্ড সোশ্যাল ফাউন্ডেশন তথা বেডস পরিবারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো সাংগঠনিক কর্মশালা, শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা, গুণীজন সম্বর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বারাসাত জেলা পরিষদ ভবনের তিতুমীর সভাকক্ষের ওই কর্মসূচি থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য রাজ্যের সাতটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে বঙ্গ শিক্ষা সম্পদ সম্মানে ভূষিত করা হয় । উপস্থিত ছিলেন বেডস ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান স্বনামধন্য কৃষি ও মৎস্য বিজ্ঞানী ডঃ অর্চন কান্তি দাস, কেন্দ্রীয় সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষক ডঃ সাজাহান মন্ডল, কেন্দ্রীয় সম্পাদক শিক্ষক আলফাজ হোসেন, কাইচ খান, অসীম কুমার বিশ্বাস প্রমুখ।

গোকর্ণে বাস দুর্ঘটনা, জখম ২৫ জন

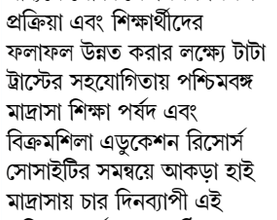

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: দ্রুতগতিতে যাচ্ছিল বাস। গোকর্ণে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা, বাস দুর্ঘটনায় জখম হয়েছে প্রায় ২৫ জন বাসযাত্রী। এদের মধ্যে গুরুতর জখম হয়ে গেছে ১০ জন বাস যাত্রী। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কান্দির গোকর্ণ এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মঙ্গলবার বিকেল ৩ টে নাগাদ বহরমপুর থেকে কান্দি দিকে একটি বাস দ্রুত গতিতে যাওয়ার সময় গোকর্ণ হাসপাতাল মোড়ের বাঁকে দাঁড়িয়ে থাকা ধান বোঝাই লরিকে ধাক্কা মারে। এর ফলে বাসে থাকা প্রায় ২৫ জন যাত্রী জখম হয়। স্থানীয় এলাকার মানুষ এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে আহতদের উদ্ধার করে গোকর্ণ এবং কান্দি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বারুইপুরে মানবাধিকার দিবস পালন

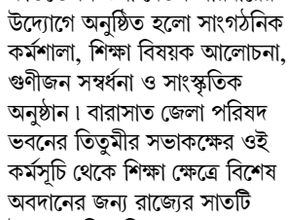

বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুর থানার সূর্যপুরে মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উদযাপন করা হল মানবাধিকার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে। উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সামসুজ্জামান, রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান মৃনাল কান্তি নস্কর, প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার অরূপ কুমার সরদার ও সমাজ সেবী হোসেন গাজী, প্রফেসর অচিন্ত্য কুমার হালদার, অ্যাসিস্টেন্ট পুলিশ কমিশনার দেবাশীষ মন্ডল প্রমুখ। বক্তারা বলেন, মানব অধিকার রক্ষা, গণতান্ত্রিক অধিকার, মৌলিক অধিকার রক্ষা করা বাক স্বাধীনতার, ন্যায়বিচার, খাদ্যবস্তু ,বাসস্থান, শিক্ষা, চাকরির দাবি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা তাদের মূল লক্ষ্য।

মুর্শিদাবাদে বাবরির পাল্টা তৈরি হবে রাম মন্দিরও!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রাম মন্দির দেখতে আজ যেতে হবে না অযোধ্যায়। এ রাজ্যের মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের পাল্টা তৈরি হবে রাম মন্দির। সোমবার এ কথা ঘোষণা করেন বঙ্গীয় হিন্দু সেনা। ওই সংগঠনের পক্ষে স্বামী অম্বিকা মহারাজ জানান অযোধ্যার মতো মুর্শিদাবাদে রাম মন্দির তৈরি করা হবে। হিন্দু মহাসভার সভাপতির দাবি হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদের পাল্টা রাম মন্দির তৈরি করা হবে। ৬ ডিসেম্বর মসজিদে ভিত্তিপ্রস্থ করার কথা ঘোষণা করেছিলেন হুমায়ুন কবীর। হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে মুর্শিদাবাদে রাম মন্দির তৈরির কাজ শুরু হবে জানুয়ারি মাস থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, মঙ্গলবার ফের বির্তকিত মন্তব্য করলেন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর।বাবরি মসজিদ তৈরি নিয়ে সোমবার মন্তব্য করেছিলেন। ফের মঙ্গলবার তিনি জানালেন বাবরি মসজিদ উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী- মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রন জানাবেন। বাংলাদেশ ইস্যুতে হুমায়ুন এর বক্তব্য “ বাংলাদেশ খুবই বাড়াবাড়ি করছে, যারা বাপ দাদাকে ভুলে যায় তাদের নিয়ে কোন কথা বলবো না। “দখল” মন্তব্য করা ঠিক হয় নি” । ভারত না থাকলে বাংলাদেশের জন্মই হত না, মন্তব্য করেন হুমায়ুন কবীর। শুভেন্দু অধিকারীকে একহাত নিয়ে এদিন তিনি বলেন, “ শুভেন্দু অধিকারী গোসা হয়ে তার বিরুদ্ধে নানান মন্তব্য করছেন। তিনি মুর্শিদাবাদে তার আসাটা ভুলে গেছেন কিন্তু খেয়ে ফিরে যাওয়া ভুলতে পারেন নি, মন্তব্য হুমায়ুনের।
শুভেন্দু শুধু “সনাতনি সনাতনি করছে”বলে দাবি করেন তৃণমূল বিধায়ক। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে,মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা অথবা রেজিনগর এলাকায় তৈরি হবে বাবরি মসজিদ। সোমবার বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কথা জানান তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। কমপক্ষে দু একর জায়গা কেনা হবে। তার থেকে বেশি জায়গাও হতে পারে। এর জন্য ২০০ জনেরও বেশি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হবে। সেই ট্রাস্ট ২০২৫ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে বাবরি মসজিদ তৈরীর কাজ শুরু করবে। এরপর সেই মসজিদ তৈরি করতে পাঁচ বছর সময় লাগতে পারে।

যাত্রী তোলার রেষারেষিতে ঘটল দুর্ঘটনা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: প্যাসেঞ্জার তোলা নিয়ে আবারো রেষারেষি জেরে ঘটল পথ দুর্ঘটনা। আর এই দুর্ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা মালদাহের হবিবপুর ব্লকের মালদা নালাগোলা রাজ্যে সড়কের মধ্যম কেন্দুয়া এলাকায়। ঘটনায় উত্তেজিত জনতা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে, ভাঙচুর চালালো, ঘাতক বাসে। জানা যায় মঙ্গলবার সকালে মালদা গামী একটি বেসরকারি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা পথচারিদের ধাক্কা মেরে একটি দোকানে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন স্থানীয় বাসিন্দা রাজু সিংহ নামে এক ব্যাক্তি। তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় এলাকাবাসী তড়িঘড়ি উদ্ধার করে বুলবুলচন্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান । এরপরে উত্তেজিত জনতা সেই বাসে ভাঙচুর চালায়। যদিও পড়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে এই ঘটনার জেরে প্রায় এক ঘন্টার জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ক। অভিযোগ দৈনিক মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়কে ঘটছে এই দুর্ঘটনা।

প্রশিক্ষণ শিবির

আপনজন: হাওড়া জেলার সরকার স্বীকৃত মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের নিয়ে উলুবেড়িয়া হাই মাদ্রাসাতে অনুষ্ঠিত হল চারদিন ব্যাপী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা। আয়োজনে বিক্রমশিলা এডুকেশন সোসাইটি ও পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ, সহযোগিতায় ছিল টাটা ট্রাস্ট।

সিপিডিআর

আপনজন: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে মঙ্গলবার সরব মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস কলেজ স্ট্রিটে নাগরিক সভা করে। এদিনের কর্মসূচীতে বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্র উপস্থিত ছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া সমালোচনা করেন।

তিনদিনের ক্বেরাত-গজল নাইট জয়নগরে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: সোমবার রাতে জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের ফতেপুর স্কুল মাঠে ফতেপুর আজাদ সংঘের উদোগে তিন দিনের ঐতিহাসিক ক্বেরাত প্রতিযোগিতা ও গজল নাইটের সূচনা হয়ে গেল।এদিন এই গজল নাইটের সূচনায় উপস্থিত ছিলেন উওর দূর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপ প্রধান আবু কাহার গাজী, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রবিউল গাজী, খায়রুল গাজী,সালাউদ্দিন গাজী, সাহেব গাজী,নুরুল হাসান গাজী, সাহাদাত গাজী, কুতুব গাজী, মজিবর লস্কর,নাসির গাজী সহ আরো অনেকে। অন্ধ গজল শিল্পী এম ডি নুর ইসলাম, এম ডি ইমরান, এম ডি মাহামুদ, বাচ্চা আক্তার, এম ডি সাহাবুদ্দিন, এম ডি আমিরুল ইসলাম গজলে অংশ নেন।

১৭ বছর পর ফিফপ্রোর বর্ষসেরা বিশ্ব একাদশে নেই লিওনেল মেসি

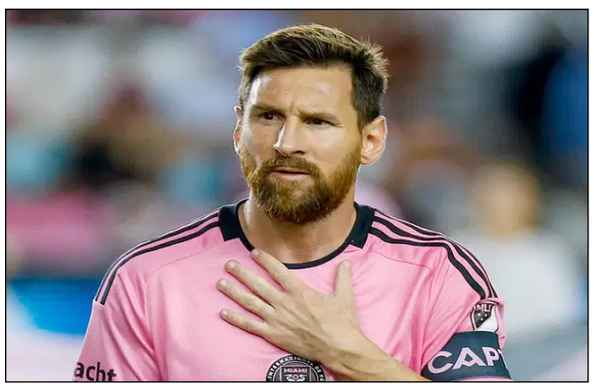

আপনজন ডেস্ক: ফিফপ্রোর বর্ষসেরা একাদশে নেই লিওনেল মেসি!
বিস্ময় চিহ্ন কেন, এই প্রশ্ন করতেই পারেন। ২০০৬ সালের পর যে এই প্রথম ফুটবলারদের ভোটে নির্বাচিত বছরের সেরা একাদশে নেই আর্জেন্টাইন মহাতারকা।
২০০৭ সালে থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত টানা ১৭ বছর একাদশে মেসির নামটা ধ্রুবক হয়েই ছিল ফিফপ্রোর বর্ষসেরা বিশ্ব একাদশে।
২০২৪ সালে এসে ভাঙল সেই ধারা।
সেরা একাদশে নেই মেসির 'চির প্রতিদ্বন্দ্বী' ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোও। অবশ্য মেসি ও রোনালদো ২৬ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকায় নির্বাচিত হয়েই শিরোনাম হয়েছিলেন সপ্তাহখানেক আগে।
ইউরোপের বাইরের লিগে খেলা খেলোয়াড়দের মধ্যে শুধু মেসি-রোনালদোই জায়গা পেয়েছিলেন সংক্ষিপ্ত তালিকায়।
আজ প্রকাশিত পেশাদার ফুটবলারদের বৈশ্বিক সংগঠন ফিফপ্রোর বর্ষসেরা একাদশে রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যানচেস্টার সিটির খেলোয়াড়দেরই নিরঙ্কুশ আধিপত্য। চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী রিয়ালের ৬ জন ও টানা চতুর্থবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জেতা ম্যানচেস্টার সিটির খেলোয়াড় আছেন ৪ জন।
একাদশে জায়গা পাওয়া অন্য খেলোয়াড়টি লিভারপুলের ভার্জিল ফন ডাইক।
রিয়ালের ছয় খেলোয়াড়ের মধ্যে আছেন ২০২৩-২৪ মৌসুমে শেষে ফুটবল থেকে অবসর নেওয়া টনি ক্রুসও। রিয়ালের অন্য পাঁচজন দানি কারভাহাল, আন্তনিও রুডিগার, জুড বেলিংহাম, কিলিয়ান এমবাপ্পে ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।
এঁদের মধ্যে এমবাপ্পে অবশ্য বছরের প্রথম ভাগে খেলেছেন ফরাসি ক্লাব পিএসজির হয়ে।
সিটির চারজন এদেরসন, কেভিন ডি ব্রুইনা, আর্লিং হলান্ড ও ব্যালন ডি'অরজয়ী রদ্রি।
এঁদের মধ্যে কারভাহাল, রুডিগার, এদেরসন ও রদ্রি প্রথমবার নির্বাচিত হয়েছেন ফিফপ্রোর বর্ষসেরা একাদশে।
ছেলেদের একাদশের মতো আজ মেয়েদের বর্ষসেরা একাদশও ঘোষণা করেছে ফিফপ্রো। ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে বর্ষসেরা একাদশ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন বিশ্বের ৭০টি দেশের ২৮ হাজারের বেশি পেশাদার ফুটবলার। ২০২৩ সালের ২১ আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের ১৪ জুলাই পর্যন্ত যারা অন্তত ৩০টি ম্যাচ খেলেছেন তারাই বিবেচিত হয়েছেন সেরা একাদশের এই নির্বাচনে।

২০২৪ ফিফপ্রো বিশ্ব একাদশ–
গোলরক্ষক
এদেরসন (ম্যানচেস্টার সিটি, ব্রাজিল)
ডিফেন্ডার
দানি কারভাহাল (রিয়াল মাদ্রিদ, স্পেন)
ভার্জিল ফন ডাইক (লিভারপুল, নেদারল্যান্ডস)
আন্তনিও রুডিগার (রিয়াল মাদ্রিদ, জার্মানি)
মিডফিল্ডার
জুড বেলিংহাম (রিয়াল মাদ্রিদ, ইংল্যান্ড)
কেভিন ডি ব্রুইনা (ম্যানচেস্টার সিটি, বেলজিয়াম)
টনি ক্রুস (রিয়াল মাদ্রিদ, জার্মানি)
রদ্রি (ম্যানচেস্টার সিটি, স্পেন)
ফরোয়ার্ড
আর্লিং হলান্ড (ম্যানচেস্টার সিটি, নরওয়ে)
কিলিয়ান এমবাপ্পে (পিএসজি/রিয়াল, ফ্রান্স)
ভিনিসিয়ুস জুনিয়র (রিয়াল মাদ্রিদ, ব্রাজিল)

উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে স্টেডিয়াম গড়ে দেওয়ার আর্জি অনুব্রতর কাছে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম
আপনজন: বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজ থেকে খেলাধুলা হারিয়ে যেতে বসেছে। যুব সম্প্রদায় মোবাইলে ব্যস্ত। তাদের মাঠমুখী করতেই ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয় বলে কমিটির বক্তব্য। বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মোট আটটি দলকে নিয়ে নক আউট ফুটবল খেলা শুরু হয় গত ২৮ শে অক্টোবর।মঙ্গলবার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় মুখোমুখি হয় বীরভূম জেলার কাঁকরতলা মানা-আক্তার-সেলিম ফুটবল দল বনাম পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুড়িয়ার শ্যাম মেটালস ফুটবল দল। খেলা ঘিরে ছিল টানটান উত্তেজনা। দর্শক সমাগমে তিলধারণের জায়গা ছিল না। শেষ পর্যন্ত কাঁকরতলা মানা- আক্তার-সেলিম ফুটবল দল ১- ০ গোলের ব্যবধানে বিজয়ী ঘোষিত হয়। বিজয়ী দলের হাতে নগদ একাশি হাজার টাকা ও ট্রফি এবং বিজিত দলের হাতে নগদ একষট্টি হাজার টাকা ও ট্রফি প্রদান করা হয়।এছাড়াও ম্যান অব দ্যা ম্যাচ,ম্যান অব দ্যা সিরিজ, বেস্ট গোলকিপার সহ বিভিন্ন বিভাগে কৃতি খেলোয়াড়দের পুরস্কৃত করা হয়। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা তৃনমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল, তৃণমূল জেলা কোর কমিটির সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ, রাজ্য যুব তৃনমূলের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত সাহা,খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কোর কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক শ্যামল কুমার গায়েন ও মৃনালকান্তি ঘোষ এবং দুই সদস্য উজ্জ্বল হক কাদেরী ও কাঞ্চন দে, সমাজসেবী সেখ জয়নাল,কেনিজ রাসেদ,কামেলা বিবি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুব্রত মণ্ডল বলেন গত ৩৪ বছরে খেলা বন্ধ হয়ে গেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খেলাকে আবার জাগিয়েছেন। গ্রামের মানুষজন এখনো খেলাকে ধরে রেখেছেন। খেলা উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বড়রা উচ্চ বিদ্যালয়ের এই খেলার মাঠে স্টেডিয়াম গড়ে দেবার আবেদন জানান। সেক্ষেত্রে অনুব্রত মণ্ডল আশ্বাস দেন কিভাবে করা যায় আলোচনা করে দেখছি। উল্লেখ্য এদিন খেলা পরিচালনা তথা রেফারীর ভূমিকায় ছিলেন কোলকাতা থেকে আগত মৌমিতা অধিকারী।

পারদ চড়ছে ব্রিসবেন টেস্টের, ভারতের প্রথম একাদশ নিয়ে মুখ খুললেন পূজারা

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অ্যাডিলেড টেস্টে ভারতের পরাজয়ের পর, ব্রিসবেন টেস্টের জন্য ভারতীয় একাদশে ঠিক কী পরিবর্তন আসবে, তা নিয়ে জল্পনা চলছে। নিজের অভিষেক টেস্টে ভালো খেললেও, দিন-রাতের পিঙ্ক বল টেস্টে হর্ষিত রানা খুব একটা ভালো পারফর্ম করনেনি। তাই তাঁকে প্রথম একাদশ থেকে বাদ দেওয়া হতে পারে বলেই অনেকে মনে করছেন। শোনা যাচ্ছে, তাঁর বদলে আকাশদীপ কিংবা প্রসিধ কৃষ্ণকে দলে নেওয়া হতে পারে। এমনিতেই ব্রিসবেনের পিচে যথেষ্ট গতি এবং বাউন্স থাকবে। সেক্ষেত্রে প্রসিধ কৃষ্ণ ভালো খেলতে পারন বলেই অনেকের ধারণা। তবে ব্রিসবেন টেস্টে হর্ষিতকে দলে রাখা উচিত বলে মনে করেন প্রাক্তন ভারতীয় তারকা চেতেশ্বর পূজারা। ব্রিসবেন টেস্টের জন্য ভারতীয় দলে একটিমাত্র পরিবর্তন আসতে পারে বলে একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন পূজারা।
অ্যাডিলেডে ব্যাটিং ব্যর্থতার জেরে হার। তবে অশ্বিনের পরিবর্তে ওয়াশিংটন সুন্দরকে আসন্ন টেস্টের প্রথম একাদশে দেখা যেতে পারে বলে পূজারা মনে করছেন। গত অস্ট্রেলিয়া সফরে ব্রিসবেনে ৬২ রান করেছিলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। তবে ব্রিসবেন টেস্টে হর্ষিতকে বাদ দেওয়া উচিত বলে অনেকেই মনে করছেন। কিন্তু পূজারার মতে, হর্ষিতকে অবশ্যই দলে রাখা উচিত। প্রথম টেস্টে হর্ষিত যথেষ্ট ভালো খেলেছিল। দ্বিতীয় টেস্টে খারাপ খেললেও হর্ষিতকে বাদ দেওয়া উচিত নয় বলেই মনে করছেন তিনি। তাঁর কথায়, হর্ষিত ভালো বোলার। একটি ম্যাচ খারাপ খেললেই তাঁকে বাদ দেওয়া ঠিক নয়।"
তবে টিম ম্যানেজমেন্ট কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটাও দেখার বিষয়। যদি ব্যাটিং বিভাগের উপর জোর দেওয়া হয়, তাহলে অশ্বিনের পরিবর্তে ওয়াশিংটন সুন্দরকে দলে নেওয়া হতে পারে বলে পূজারা জানিয়েছেন।

'বুমরার থেকেও ভালো বোলার' সামির প্রশংসায় ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি

আপনজন ডেস্ক: মহম্মদ সামির প্রত্যাবর্তন হচ্ছে না কেন? এই প্রশ্ন কিন্তু জোরালো ভাবে তুলে দিয়েছে ক্রিকেট মহল। পারথে দুরন্ত জয়ের পর ভারতীয় টিমের বিপর্যয় হয়েছে অ্যাডিলেডে। দিন-রাতের টেস্টে রোহিত শর্মার টিমের বোলিং একেবারে ভালো হয়নি। প্রতিপক্ষকে ভাঙার কোনও স্ট্র্যাটেজিই দেখা যায়নি। এখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য জসপ্রীত বুমরার সঙ্গী হিসেবে সামিকে অবিলম্বে খেলানোর দাবি তুলে দিয়েছেন প্রাক্তনরা। এ বার সেই তালিকায় জুড়ে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন পেসার অ্যান্ডি রবার্টসের নামও। যিনি আবার সামিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। কী বললেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি? গত বছর ১৯ নভেম্বর বিশ্বকাপ ফাইনালে শেষবার ভারতের হয়ে খেলতে দেখা গিয়েছিল সামিকে। তারপর থেকে চোটের কবলে। সে সব কাটিয়ে ৩৬০ দিন পর আবার ফিরেছেন ক্রিকেটে। বাংলার হয়ে রঞ্জি খেলেছেন। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতেও খেলেছেন। কিন্তু সামির ফিটনেস নিয়ে থেকে গিয়েছে প্রশ্ন। অ্যাডিলেড টেস্টের সময়ই তাঁর অস্ট্রেলিয়া রওনা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখনও তিনি যেতে পারেননি। শোনা যাচ্ছে, জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি যতক্ষণ না গ্রিন সিগনাল দিচ্ছে, ততক্ষণ অস্ট্রেলিয়া সফরে যাওয়া হবে না তাঁর। আবার এও শোনা যাচ্ছে, তৃতীয় নয়, চতুর্থ টেস্ট থেকে নাকি তিনি খেলবেন। বিশেষজ্ঞ মহল কিন্তু বলে দিচ্ছে, অনতিবিলম্বে বুমরার সঙ্গী হিসেবে নামিয়ে দেওয়া উচিত সামিকে। না হলে এই সিরিজে ভারতের ফিরে আসার সম্ভাবনা কমতে পারে। সামিকে নিয়ে যখন প্রশ্নের অন্ত নেই, তখন কিন্তু অ্যান্ডি রবার্টস বলে দিচ্ছেন, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সামিকে খেলানোর জন্য তৈরি হোক ভারত। তিনি বলেছেন, 'সামি দীর্ঘদিন ভারতের সেরা বোলার। জসপ্রীত বুমরার মতো যথেষ্ট ম্যাচ হয়তো খেলেনি সামি, কিন্তু ওর পেস বোলিং প্যাকেজটা দারুণ। বাকিদের থেকে অনেক বেশি ধারাবাহিক। সামি বল সুইং করাতে পারে। সামি বল সিম করাতে পারে। বুমরার মতোই বলের নিয়ন্ত্রণও রয়েছে। সামিরই খেলা উচিত। মহম্মদ সিরাজ কিন্তু সামির ধারেকাছে নেই।'
ভারতের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে নাকি চোট ইস্যুতে কিছুদিন আগে কথা কাটাকাটি হয়েছিল সামির। সেই খবর চাউর হওয়ার পর অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, এই কারণেই কি সামির ভারতীয় টিমে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে না? সেই প্রশ্ন দূরে সরিয়ে রেখেও বলতে হবে, অ্যান্ডি রবার্টসের মতো কিংবদন্তি পেসারের কথা কি শুনতে পাচ্ছেন রোহিত? যে প্রশ্ন সরাসরি না উঠলেও ঘুরেফিরে আসছে– অস্ট্রেলিয়া সফরই কি শেষ বিরাট, রোহিতের মতো দুই তারকার? বিরাটের ততটা না হলেও রোহিতের ক্ষেত্রে কিন্তু চাপ বাড়ছে। ক্যাপ্টেন হিসেবে টানা চারটে টেস্ট হেরেছেন। যা কিন্তু নির্বাচকরা ভালো ভাবে নিচ্ছেন না। তার উপর তাঁর ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে তৈরি হচ্ছে সংশয়। সে সব কাটিয়ে কি গাব্বায় আলো জ্বালাতে পারবেন রোহিত?

দুর্ঘটনায় মৃত্যু হওয়া অ্যাথলেটের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাদুড়িয়া
আপনজন: অ্যাথলেট হয়েও জোটেনি চাকরি, রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হওয়া আশীষ মন্ডলের (৩৫) পরিবারের পাশে দাঁড়ালো ক্রীড়া সংগঠন 'অ্যাথলেটিক কোচেস্ অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল'। এ দিন কলকাতা থেকে ওই সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল আশীষের বাড়ি এসে তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং ১ লক্ষ টাকার চেক পরিবারটির হাতে তুলে দেন। সংগঠনের কর্মকর্তারা জানান, 'আশীষ মন্ডলের পাঁচ বছরের মেয়ে'র আগামী ভবিষ্যতের কথা ভেবে আর্থিক সহায়তা প্রদানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিলা আজ এসিএবি'র পক্ষ থেকে এক লক্ষ টাকার চেক পরিবারটির হাতে তুলে দেওয়া হল।' উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া সংগঠন 'অ্যাথলেটিক কোচেস্ অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল'-এর সহ-সচিব দেব নারায়ণ মজুমদার, কনভেনর বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ইসমাইল সরদার, সহ-সভাপতি সঞ্জয় জৈন, ক্রীড়াবিদ রেখা চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।
উল্লেখ্য আশীষ মন্ডল স্বনামধন্য অ্যাথলেট হওয়া সত্ত্বেও ছিল জোটেনি চাকরি, নিরুপায় হয়ে শেষমেষ বেছে নিতে হয় রাজমিস্ত্রি পেশাকে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাদুড়িয়া ব্লকের চন্ডিপুর গ্রামের দক্ষ অ্যাথলেট আশিষ মণ্ডল রাজমিস্ত্রির কাজের জন্য রোজ পাড়ি দিত কলকাতায় । গত ২৩ আগস্ট কলকাতা নাগের বাজারে রাজমিস্ত্রি কাজ করার সময় বহু তল থেকে পড়ে মৃত্যু হয় আশিষের । অনূর্ধ্ব ১৬ বিভাগে জেলা, রাজ্য পেরিয়েও দেশের নিরিখে অনেক সাফল্য পেয়েছে সে। তবে আর্থিক দুরবস্থার কারণে আন্তর্জাতিক স্তরে অংশগ্রহণের আর সুযোগ হয়নি। ঝুলিতে ছিল বিভিন্ন সরকারি প্রতিযোগিতায় জাতীয় স্তরের সফল হওয়ার অসংখ্য শংসাপত্র। আশীষের মৃত্যুতে অসহায় হয়ে পড়েন বৃদ্ধ বাবা-মা সহ তাঁর স্ত্রী এবং ছোট মেয়ে। প্রথমে সাধ্যমত আর্থিক সহযোগিতা করে অসহায় ওই পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ক্রীড়াবিদ ইসমাইল সরদার। এবার ক্রীড়া সংগঠন 'অ্যাথলেটিক কোচেস্ অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল'-এর পক্ষ থেকে পরিবারটিকে ১ লক্ষ টাকা দিয়ে আর্থিক সহায়তা করা হলো।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের প্রতি সহমর্মিতা দেখাল কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার লাগাতার চলছে। আগেই এর তীব্র নিন্দা করেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ভারতের প্রথম ফুটবল ক্লাব হিসেবে প্রকাশ্যে এর নিন্দা করে লাল-হলুদ। এমনকি বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার আবেদনও জানান ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে চিঠিও দেয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। এবার তীব্র নিন্দায় সরব কলকাতার আর এক প্রধান মহমেডান স্পোর্টিং। করতে চলেছে বড় পদক্ষেপও। বাংলাদেশের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অতীতের নিবিড় যোগ রয়েছে। ওপার বাংলার নিপীড়িত মানুষদের জন্য এগিয়ে আসে লাল-হলুদ। তবে উল্লেখযোগ্য ভাবে এবার সরব হল

মহমেডান স্পোর্টিংও। বাংলাদেশ হাইকমিশনে ডেপুটেশন জমা দেবেন সাদা-কালো কর্তারা। চারজনের প্রতিনিধি দল গিয়ে ডেপুটেশন জমা দিয়ে আসবে। এদিকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে দলের পারফরম্যান্স নিয়ে বেশ চিন্তিত মহমেডান কর্তারা। কার্যকরী কমিটিতে বদল আনা হল। সরিয়ে দেওয়া হল রহিম নবি আর শেখ আজিমকে। কার্যকরী কমিটিতে এলেন শ্রাচী গ্রুপের কর্ণধার রাহুল টোডি, তমাল ঘোষাল আর প্রাক্তন ফুটবলার সাব্বির আলি। রাহুল টোডিকে ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হল। ক্লাবের সঙ্গে বাঙ্কারহিল আর শ্রাচী গ্রুপের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও দৃঢ় করতেই এই উদ্যোগ। আইএসএলে এবারই প্রথম খেলছে মহমেডান স্পোর্টিং। শুরুর দিকে তাদের পারফরম্যান্স নজর কাড়ছিল। কিন্তু টুর্নামেন্ট যত এগিয়েছে, পারফরম্যান্স গ্রাফ নেমেছে। জানুয়ারির ট্রান্সফার উইন্ডোতে যে মহমেডান দলে বেশ কিছু পরিবর্তন হতে পারে তার ইঙ্গিতও দিয়ে রাখলেন সাদা-কালো কর্তারা।

পোলেরহাট পল্লীসংঘ ময়দানে ডে নাইট ফুটবল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● পোলেরহাট
আপনজন: পোলেরহাট পল্লী সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে পল্লী সংঘ ময়দানে ডে নাইট ফুটবল খেলা হয়ে গেল। খেলায় অংশ গ্রহণ করে আট টি ফুটবল ক্লাব। চিনাপুকুর ইয়াংস্টার ক্লাব ফাইনালে উঠে এবং বিজয়ী ট্রফি ছিনিয়ে নেয়। গানাগড়ি ইয়ংস্টার ক্লাব রানার আপ হয়। পল্লী সংঘ ক্লাবের সম্পাদক কাজী আব্দুল মোমেন বলেন , 'আমাদের এলাকার মানুষ ফুটবল প্রেমী এবং শান্তিপ্রিয় । দীর্ঘ

১১ বছর ধরে আমরা এলাকায় প্রতিযোগিতা মূলক ফুটবল খেলা পরিচালনা করে আসছি । বহু বিদেশী খেলোয়াড় বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে খেলেন। প্রায় আট হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন মাঠে। খেলার মাঠে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পলেরহাট থানার ওসি সরফরাজ আহেমদ, পুলিশ অফিসার অপূর্ব ঘোষাল, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বঙ্গ সংস্কৃতি মঞ্চের রাজ্য সম্পাদক ফিরোজ হোসেন, পঞ্চায়েত প্রধান সাফিয়ার রহমান ও মিজানুল আলম প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা ও ধারাভাষ্যদেন স্কুল ইন্সপেক্টর সাজাহান বিশ্বাস।

আর্জেন্টিনাসহ ২০৩০ বিশ্বকাপের আয়োজক হচ্ছে ছয়টি দেশ

আপনজন ডেস্ক: ফিফা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করতে যাচ্ছে ২০৩০ বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ। আগামী ১১ ডিসেম্বর, ফিফার বর্ধিত সভায় স্পেন, পর্তুগাল এবং মরক্কো এই বিশ্বকাপ আয়োজক হিসেবে নাম ঘোষণা করবে। বিশ্বকাপের শতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ এই আসরের তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে এবং প্যারাগুয়ে-তে। এটি হবে ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং স্মরণীয় এক বিশ্বকাপ, যেহেতু প্রথমবারের মতো এটি তিন মহাদেশে– ইউরোপ, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা– আয়োজন করা হবে। ১৯৩০ সালে উরুগুয়ে-তে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্বকাপের শতবর্ষ উপলক্ষে এটি এক বিশেষ উদযাপন হতে যাচ্ছে। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের আয়োজক হচ্ছে পর্তুগাল। বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগকে ঐতিহাসিক মনে করে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর দেশ, 'আমাদের সবার লক্ষ্য এক। তিন দেশ বা দুই মহাদেশ এখানে কোন ফ্যাক্টর নয়। ২০৩০ বিশ্বকাপ হবে ঐতিহাসিক। সেটা সব দিক থেকে।' ১৯৮২ সালে স্পেন শেষবার বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল, এবার আবারও বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগ পেয়েছে। তারা জানিয়েছে, '৪২ বছর পর যখন আবারও বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগ পেয়েছি, তখন আমরা এটি স্মরণীয় করতে চাই। সহআয়োজক আফ্রিকার দেশ মরক্কো চায় ইতিহাসের সেরা বিশ্বকাপ উপহার দিতে। তারা জানায়, 'আমাদের লক্ষ্য হলো ফুটবল ইতিহাসের

সবচেয়ে সেরা বিশ্বকাপ আয়োজন করা।' বিশ্বকাপের শতবর্ষে দক্ষিণ আমেরিকাও অংশগ্রহণ করবে। কনমেবল (দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল সংস্থা) ধন্যবাদ জানায় ফিফাকে, 'এটি দক্ষিণ আমেরিকার জন্য একটি বিশেষ মুহূর্ত, যেখানে একটি বিশাল উৎসব হবে।' বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা জানায়, 'এই বিশ্বকাপ আমাদের দেশপ্রেমের প্রতীক, এটি শুধুমাত্র একটি টুর্নামেন্ট নয়, আমাদের জন্য এর চেয়েও বেশি কিছু।

বুঝে পড়ি ডাক্তারি
MBBS/BDS/BAMS/MD/MS/DNB
দেশে বিদেশে মেডিকেল কলেজ/ ইউনিভার্সিটিতে
ভর্তির সু-পরামর্শ
9804281628 /8100057613
CHECKMATE CAREER
DESIGNING FUTURE
Park Circus Kolkata
www.checkmatecareer.com
ভবিষ্যতের ভাবনায় ভর্তি

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**